খবরে প্রতিবাদ

www.khabarepratibad.com

Khabare Pratibad ● Agartala ● 3 rd Year ● Issue - 77 (Morning Weekly) ● RNI No -TRIBEN/2023/88193 ● Friday, 06 February, 2026 ● ২৩ মাঘ, শুক্রবার, ১৪৩২ বাং ● ফোনঃ 6009513751 ● Email :khobarepratibadofficial@gmail.com ● মূল্যঃ ৩ টাকা ● Page 4

রাজ্যে এখন অনেক ক্ষেত্রে উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে: মুখ্যমন্ত্রী

খবরে প্রতিবাদ, ৫ ফেব্রুয়ারি।। রাজ্য সরকার তার সাধ্যমত সাহায্য করে নানা সমস্যা দূর করে মানুষের মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলতে চায়। রাজ্যের আর্থিকভাবে দুর্বল অংশের মানুষদের বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া চিকিৎসার জন্য রাজ্যের বাইরে গিয়ে অযথা অর্থব্যয় না করাই ভালো। রাজ্যেই এখন অনেক ক্ষেত্রে উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। টেলিমেডিসিন পরিষেবার সহায়তায় উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা নেওয়া যেতে পারে। আজ মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষুর ৬২তম পর্বে রাজ্যের নানা প্রান্ত থেকে চিকিৎসাজনিত ও অন্যান্য সমস্যা নিয়ে আসা মানুষের সাথে কথা বলার সময় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা এই অভিমত ব্যক্ত করেন।আজ মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু কর্মসূচিতে চিকিৎসাজনিত ও অন্যান্য সাহায্য প্রার্থী মানুষের সমস্যার কথা শুনেন এবং সমস্যা সমাধান করার উদ্যোগ নেন। সম্প্রতি এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় প্রয়াত হন আনন্দনগর দশ নম্বর পাড়ার অনুকুল দাসের সন্তান। মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষুতে মুখ্যমন্ত্রী আজ সহায়তা হিসেবে অনুকুল দাসের হাতে ৪ লক্ষ টাকার চেক তুলে দেন। অমরপুর মহকুমার পশ্চিম তৈচলং গ্রামের অত্যন্ত দরিদ্র বিজনকন্যা মলসমের ছেলে এসেছে তার পিতার চিকিৎসার সহায়তার জন্য।মুখ্যমন্ত্রী সমস্ত কিছু শুনে স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকদের বিজনকন্যার দ্রুত চিকিৎসার এবং সমস্ত ওষুধপত্রের ব্যবস্থা করার নির্দেশ দেন। খোয়াই জেলার গণকি থেকে স্বপন পাল এসেছেন তার মেয়ের জটিল এপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া এবং ধর্মনগরের বিশ্বজিৎ ধর এসেছেন তার জটিল এপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া রোগের চিকিৎসাজনিত সহায়তায় জন্য। মুখ্যমন্ত্রী সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকদের এই দু'জনের দ্রুত উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে নির্দেশ দেন। খোয়াই থেকে আগত সুসেন দেব এসেছেন তার স্ত্রীর ক্যান্সার রোগের চিকিৎসার সহায়তার জন্য, উদয়পুরের বাগমা থেকে বিশ্বজিৎ পাল এসেছেন তার কিডনিজনিত রোগের চিকিৎসার সহায়তার জন্য।এছাড়া আগরতলার এমবিবি কলেজ এলাকার শ্যামলিকন্যা জমাতিয়া, আগরতলার দক্ষিণ জয়নগরের বিষ্ণুপ্রিয়া সূত্রধর তার বাবার হৃদরোগের চিকিৎসা, আগরতলার রামনগরের হেনা বেগম তার স্বামীর চিকিৎসা, আগরতলার মিলনচক্রের রত্না গুপ্তা তার ছেলের চিকিৎসা, সিঙ্গারবিলের দীঘালিয়ার মনমোহন সাহা তার হৃদরোগের চিকিৎসার সহায়তার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর সাথে কথা বলেন ও সাহায্য করার আবেদন জানান। মুখ্যমন্ত্রী প্রত্যেকের সমস্যা সম্পর্কে অবহিত হন এবং উপস্থিত স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকদের দ্রুত উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থা করার নির্দেশ দেন।আজ মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষুতে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে, সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের সচিব তাপস রায়, মুখ্যমন্ত্রীর অতিরিক্ত সচিব ডা. সমিত রায় চৌধুরী, স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তা ডা. দেবাশ্রী দেববর্মা, অটল বিহারী বাজপেয়ী রিজিওন্যাল ক্যান্সার হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপার ডা. শিরমনি দেববর্মা, জিবিপি হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপার ডা. বিধান গোস্বামী, সদর মহকুমার এসডিএম মানিকলাল দাস প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

ইটভাটায় মহিলা শ্রমিকের মৃতদেহ উদ্ধার, চাঞ্চল্য

খবরে প্রতিবাদ, ৫ ফেব্রুয়ারি।। যাত্রাপুর থানার অন্তর্গত কালিখলা এডিসি ভিলেজে একটি ইটভাটায় এক মহিলা শ্রমিকের রহস্যজনক মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। আজ সকালে ইটভাটার শ্রমিক আবাসন থেকে ওই মহিলা শ্রমিকের মৃতদেহ উদ্ধার হয়। জানা গিয়েছে, নিহত মহিলা শ্রমিকের নাম স্বপ্না টিক্কা (২২)। তিনি ঝাড়খণ্ডের বাসিন্দা। তাঁর স্বামী জগন্নাথ কুজুর (২৪) একই ইটভাটায় শ্রমিক হিসেবে কাজ করেন। স্বামী-স্ত্রী দু'জনই 'রাঁচির শ্রমিক' নামে পরিচিত। আরও জানা যায়, কালিখলা এডিসি ভিলেজের বি এম আই নামক ইটভাটাটিতে মোট শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় ৮৫ জন। এর মধ্যে ঝাড়খণ্ড থেকে আসা নারী-পুরুষ মিলিয়ে ৫২ জন শ্রমিক কর্মরত রয়েছেন। ইটভাটার ম্যানেজার সঞ্জয় নাহা জানান, প্রতিদিনের মতো বৃহস্পতিবার ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকরা নিজ নিজ কাজের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েন। তবে স্বপ্না টিক্কাকে কাজে যেতে না দেখে অন্য মহিলা শ্রমিকরা খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। এক পর্যায়ে দেখা যায়, তিনি যে ঘরে রাতে ছিলেন, সেই ঘরের কাঠের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। পরে দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে দেখা যায়, ঘরের চালের লোহার রডের সঙ্গে সাদা রঙের নাইলনের দড়ি দিয়ে ফাঁস লাগানো অবস্থায় ঝুলছেন স্বপ্না টিক্কা। এই দৃশ্য দেখে উপস্থিত মহিলা শ্রমিকরা কান্নায় ভেঙে পড়েন এবং অনেকে হাউমাউ করে চিৎকার শুরু করেন। চিৎকার শুনে অন্যান্য শ্রমিকরা কাজ ছেড়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। খবর পেয়ে ইটভাটার ম্যানেজার সঞ্জয় নাহা এবং ভাটার তিন মালিক এমডি কামাল হোসেন, রাজেশ দেবনাথ ও নজরুল ইসলাম তাৎক্ষণিকভাবে যাত্রাপুর থানায় বিষয়টি জানান। সকাল প্রায় আটটা নাগাদ যাত্রাপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করে। সমস্ত তথ্য সংগ্রহের পর ডোমের মাধ্যমে মৃতদেহ উদ্ধার করে কাঠালিয়া সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পাঠানো হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক পুলিশকে ময়নাতদন্তের পরামর্শ দেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষ করে যাত্রাপুর থানা এলাকায় ইদানীং এই ধরনের অস্বাভাবিক মৃত্যুর সংখ্যা ক্রমশ বেড়ে চলায় নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এটি আত্মহত্যা নাকি এর পেছনে অন্য কোনও রহস্য লুকিয়ে রয়েছে তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ স্পষ্ট হবে বলে জানিয়েছে প্রশাসন।

নিরন্তর স্টল উচ্ছেদ, কার লাভ আর কার লোকসান ?

খবরে প্রতিবাদ, ৫ ফেব্রুয়ারি।। আগরতলা কে সাজিয়ে তুলতে পুরো নিগম বদ্ধ পরিকর। এর জন্যে যা কিছু করনীয় সবটাই করা হবে। এই বার্তা আগেই দিয়েছিলেন মেয়র। কার্যত তা করে দেখাতে ও উনি দু দণ্ড সময় নষ্ট করেন নি। তার প্রকৃষ্ট উদাহরন ফুটপাত উন্মুক্ত করতে গিয়ে চালানো উচ্ছেদ অভিযান। বুধবার ভোর রাত থেকেই পুরো নিগম এর নির্দেশ অনুযায়ী টাস্ক ফোর্স ও পুলিশ প্রশাসন শহরের অধিকাংশ হকার ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের অস্থায়ী স্টল ও দোকান গুলি কে উচ্ছেদ করে দেওয়া শুরু করে। বৃহস্পতিবার দিনেও কিছু কিছু দোকানী পুনরায় তাদের পশরা নিয়ে রুজি রুটির তাগিদে রাস্তার ধাঁরে বসতে চাইলে তাদের কেও উচ্ছেদ করে দেওয়া হয়। বিশেষ করে ফাস্ট ফুড, ফুলের দোকান, ছোট কাপড় ব্যবসায়ী, জুতোর দোকান গুলি এক্ষেত্রে ক্ষতি গ্রস্থ হয়েছে। বটতলা থেকে শুরু করে শকুন্তলা রোড, কামান চৌমুহনী, অভারসিস মার্কেট, পোস্ট অফিস চৌমুহনী সর্বত্রই উচ্ছেদ অভিযানের মুখে পরেছে দোকানীরা। সব চাইতে আশ্চর্য্যয়ের বিষয় ছিল, ভেণ্ডার লাইসেন্স থাকা সত্বেও দোকান গুলো উচ্ছেদ হয়। ছোট্ট শহর আগরতলার বুকে যানজট একটি ভীষণ রকমের সমস্যা বটে। তবে তার প্রকৃত কারণ কি কেবল মাত্র হকার রা? লক্ষ্যনীয় বিষয়, রাস্তায় মাত্রাতিরিক্ত যানবাহন চলাচল যানজট সমস্যার অন্যতম কারণ। এছারা রয়েছে ফুটপাতের ধাঁরে অবৈধ পারকিং। সময়ে সময়ে অবৈধ পারকিং এর বিরুদ্ধে ও অভিযান চালানো হয়। তবে যানবাহন নিয়ন্ত্রণে কোনো উদ্যোগ নেই রাজ্য সরকার কিংবা পরিবহন দপ্তরের। লাগামহীন লাইসেন্স প্রদান করা হচ্ছে চালক দের। রোডে প্রতিনিয়ত নামছে নতুন গাড়ি। জনসংখ্যার নিরিখে যানবাহনের সঙ্খ্যা অত্যাধিক। তবে সব কিছুর জন্যে কেন একমাত্র ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা ? পশ্চিমবঙ্গের মত একটি রাজ্যের মেট্রোপলিটন সিটি কলকাতার বুকে ও যেখানে ফুটপাতে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী দের ব্যবসা করতে গিয়ে বাধা প্রাপ্ত হতে হয়না সেখানে আগরতলার মত একটি ছোট্ট রাজ্য কে কোন উন্নয়নের চাদরে মোড়াতে গিয়ে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের পেটে লাঠি মারছে সরকার, সেটাই এখন বড় প্রশ্ন। বিলাসিতা আর চমক ও চাকচিক্যের লোভী একটা অংশের কাছে এই উচ্ছেদ অভিযান আনন্দের বলে মনে হলেও এই উচ্ছেদ শতাধিক মানুষের জীবনে ঝড় বয়ে এনেছে। এক মুহূর্তে পাল্টে গেছে বহু মানুষের জীবন। ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে বহু মানুষের স্বপ্ন। কিন্তু সেই দিকে আদৌ কি মানবিক বর্তমান সরকার ? সেটাই এখন দেখার বিষয়।

প্রগতি স্কুল সংলগ্ন এলাকা থেকে হেরোইন সহ দুই নেশা কারবারি গ্রেপ্তার, জোরদার তদন্তে পুলিশ

খবরে প্রতিবাদ, ৫ ফেব্রুয়ারি।। *গোপন সূত্রের ভিত্তিতে পশ্চিম থানার পুলিশ বুধবার গভীর রাতে প্রগতি স্কুল সংলগ্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে হেরোইন সহ দুই নেশা কারবারিকে গ্রেপ্তার করেছে। এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। ধৃতদের নাম বান্টি নায়েক ও সুজিত রায়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দু'জনেরই বাড়ি রাধানগর এলাকায়। পুলিশ জানায়, দীর্ঘদিন ধরেই প্রগতি স্কুল ও তার আশপাশের বিভিন্ন এলাকায় নেশা দ্রব্যের অবৈধ কারবার চালিয়ে যাচ্ছিল এই চক্র। বিশেষ করে যুব সমাজকে লক্ষ্য করে তারা হেরোইন সহ বিভিন্ন নেশা সামগ্রী বিক্রি করছিল বলে অভিযোগ। বিষয়টি পুলিশের নজরে আসার পর গোপনে নজরদারি চালানো হয় এবং নির্ভরযোগ্য সূত্র মারফত সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়ার পরই বুধবার রাতে অভিযান চালানো হয়। অভিযান চলাকালীন পুলিশ দুই অভিযুক্তকে আটক করে তল্লাশি চালায়। তল্লাশিতে তাদের কাছ থেকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ হেরোইন উদ্ধার হয়, যার আনুমানিক বাজারমূল্য এক লক্ষাধিক টাকা বলে পুলিশ জানিয়েছে। উদ্ধার হওয়া নেশা দ্রব্য বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। পশ্চিম থানার ওসি রানা চ্যাটার্জী জানান, ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদে নেশা চক্রের সঙ্গে জড়িত একাধিক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উঠে আসছে। এই তথ্যের ভিত্তিতে আরও বেশ কয়েকজন নেশা কারবারিকে আটক করার সম্ভাবনা রয়েছে বলে তিনি আশাবাদী। তিনি আরও জানান, এই চক্রের সঙ্গে আর কারা যুক্ত রয়েছে, কোথা থেকে নেশা দ্রব্য সংগ্রহ করা হচ্ছিল এবং কোন কোন এলাকায় সরবরাহ করা হতোসেসব দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বৃহস্পতিবার ধৃতদের পুলিশ রিমান্ডের আবেদন জানিয়ে আদালতে তোলা হয়েছে। পুরো ঘটনার তদন্ত জোরদার করা হয়েছে এবং নেশা বিরোধী অভিযানে পুলিশ আরও কঠোর পদক্ষেপ নেবে বলেও জানানো হয়েছে।*

আমাদের কাছে কোনো বিকল্প নেই, এবারে পশ্চিমবঙ্গ দখল করতেই হবে: মন্ত্রী রতন লাল নাথ

খবরে প্রতিবাদ, ৫ ফেব্রুয়ারি।। আমাদের কাছে কোনো বিকল্প নেই, এবারে পশ্চিমবঙ্গ দখল করতেই হবে। নদীয়া উওর সাংগঠনিক জেলা অন্তর্গত কৃষ্ণনগর দক্ষিণ বিধানসভার মন্ডল-১ এবং ২-এর বুথ বিজয় কর্মশালা ২য় পর্বে অংশগ্রহণ করে একথা বলেন মন্ত্রী রতন লাল নাথ। পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনকে সামনে রেখে সেখানে দলীয় প্রচারে গেছেন মন্ত্রী রতন লাল নাথ, ত্রিপুরা শিল্প উন্নয়ন নিগমের মাননীয় চেয়ারম্যান নবাদল বণিক। তাদের উপস্থিতিতেই বুথ বিজয় কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় এদিন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন নদীয়া উত্তর সাংগঠনিক জেলা ভারতীয় জনতা পার্টির সভাপতি অর্জুন বিশ্বাস সহ অন্যান্য নেতৃত্ব ও কার্যকর্তাগন। বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী রতন লাল নাথ বলেন, আমাদের কাছে কোনো বিকল্প নেই, এবারে পশ্চিমবঙ্গ দখল করতেই হবে। ভারত বর্তমানে অর্থনীতির দিক দিয়ে চতুর্থস্থানে রয়েছে। ২০৪৭ সালের মধ্যে ভারতকে প্রথম স্থানে উঠে আসতে হবে। প্রতিটি রাজ্যের অবদানের ফলেই এটি সম্ভব। তাই পশ্চিমবঙ্গে এবারে বিজেপির জয় অত্যন্ত জরুরি বলে দাবি করেন তিনি। মন্ত্রী আরো বলেন, তিনি দলীয় কর্মী সমর্থকদের কাজ করতে উৎসাহিত করেন। তিনি প্রত্যেককে এই জয়ের জন্যে এগিয়ে আসার আহবান জানান। মন্ত্রী বলেন , বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর ত্রিপুরাতে অভূতপূর্ব উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। তাই পশ্চিমবঙ্গের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিজেপিকেই ক্ষমতায় আনতে হবে। এর কোনো বিকল্প নেই। তিনি আরো বলেন, রাজ্যে পরিবর্তন আনার জন্য সক্রিয় প্রচেষ্টা প্রয়োজন। একটি কথার প্রচলন ছিল, আজ বঙ্গ যা ভাবছে, আগামীকাল তা ভাববে ভারত। তারা পশ্চিমবঙ্গকে ধ্বংস করেছে। পূর্বে সিপিআইএম ধ্বংস করেছিল এবং এখন তৃণমূল কংগ্রেস একই কাজ করছে। জনগণকে উদ্যোগ নিতে হবে, আর আপনাদের, বিজেপি কর্মীদের শক্তি কেন্দ্রে কাজ করতে হবে। আমরা সমস্ত সম্ভাব্য সহায়তা প্রদান করব। মন্ত্রী ত্রিপুরার বিজেপি সরকারের উন্নয়নকেও তুলে ধরেন এবং বলেন সিপিআইএমের ৩৫ বছরের শাসনের সময় ত্রিপুরায় মাত্র ৭২,০০০ সরকারি ঘর দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, আমরা গত সাত বছরে ৪.৯৬ লক্ষ ঘর প্রদান করেছি। এটাই বিজেপি, জনগণের কল্যাণ ও উন্নয়নের জন্য কাজ করা। আমাদের মাথাপিছু আয় ১.৯৮ লাখ টাকা, যেখানে পশ্চিমবঙ্গের ১.৫৪ লাখ টাকা। ত্রিপুরার ব্যাপক উন্নয়ন ও অগ্রগতি দেখছে। বিজেপি সবার জন্য কাজ করে এবং আমাদের লক্ষ্য পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির সরকার গঠন করা। ভারত এখন চতুর্থ বৃহত্তম বিশ্বের অর্থনীতি এবং ২০৪৭ সালের মধ্যে আমরা এটিকে প্রথম স্থানে নিয়ে আসব সমস্ত রাজ্যের অংশগ্রহণের মাধ্যমে।

শিক্ষক স্বল্পতা দূরীকরণের দাবীতে কমল নগর স্কুল শিক্ষার্থীদের পথ অবরোধ

খবরে প্রতিবাদ, ৫ ফেব্রুয়ারি।। রাজ্যের শিক্ষা মন্ত্রীর দাবী শিক্ষা ব্যবস্থার পরিকাঠামোর নাকি অভূতপূর্ব উন্নতি সাধন করেছে এই সরকার। কিন্তু রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে প্রতিনিয়ত শিক্ষক স্বল্পতা দূরীকরণের দাবীতে রাস্তায় নেমে পথ আটকে আন্দোলন করা কোমল মতি শিক্ষার্থীদের কথা উনি কিছুই বলেন না। বৃহস্পতিবার আবারো শিক্ষক সংকটের কারনে স্কুলের পঠন পাঠন বন্ধ রেখে পথে নামতে বাধ্য হল সোনামুড়া কোমল নগর স্কুলের শিক্ষার্থীরা। বিগত ৬ মাস ধরে বিদ্যালয়ে ইংরেজি বিশয়ের শিক্ষক নেই। স্কুল কর্তৃপক্ষ কে বারবার জানালেও সমাধান মেলেনি। তাই অসহায় , নিরুপায় হয়ে তারা আজ পথ অবরোধ করলেন। স্কুলে তালা ঝুলিয়ে ছাত্রেরা এদিন বিক্ষোভ দেখালেন। ৫ মাসে ৫ জন শিক্ষক নাকি বদলি হয়েছে এই স্কুল থেকে। কিন্তু নতুন করে শিক্ষক দেয়নি দপ্তর। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের ভবিষ্যত অনিশ্চিতায় ধুকছে। এর পরেও কি শিক্ষামন্ত্রী বলবেন রাজ্যে শিক্ষা ব্যবস্থা দুরন্ত গতিতে চলছে ? এদিকে শিক্ষার্থীরা নিজেরাই বলছে, এভাবে চলতে থাকলে কিভাবে শিক্ষার পরিকাঠামোর উন্নয়ন হবে। ১৫-১৬ বছরের শিশুরা যেটা বুঝতে পারছে সেটা রাজ্য শিক্ষা দপ্তর ও মন্ত্রী যে বুঝেন না এমনটা তো নয়। তাহলে কেন শিক্ষার্থীদের কে ভোগান্তিতে ফেলা হচ্ছে ? আগামী কিছুদিন বাদেই বোর্ড এর পরীক্ষা। বিদ্যালয়ে ইংরেজি বিশয়ের শিক্ষক না থাকার দরুন তাদের সিলেবাস শেষ করা যাচ্ছে না। পরীক্ষায় বসে তারা কি লিখবে, কিভাবে পরীক্ষা দেবে সেই চিন্তাই এখন তাদের নিদ্রা হরন করেছে। আর সেই দুশ্চিন্তা থেকেই এদিন পথ অবরোধ করতে বাধ্য হয় তারা। এখন দেখার বিষয় এসএম সি কমিটি এবং শিক্ষা দপ্তর এই শিক্ষার্থীদের সমস্যা সমাধানে আদৌ কোনো পদক্ষেপ নেয় কিনা।

কিস্তির টাকা তুলতে গিয়ে গ্রাহকের পরিবারের হামলায় আহত ফাইন্যান্স সংস্থার কর্মী

খবরে প্রতিবাদ, ৫ ফেব্রুয়ারি।। প্রতাপগড় ঋষিপাড়া এলাকায় কিস্তির টাকা সংগ্রহ করতে গিয়ে গ্রাহকের পরিবারের হামলার শিকার হলেন এক ফাইন্যান্স কোম্পানির এজেন্ট। ঘটনায় রক্তাক্ত অবস্থায় গুরুতর আহত হন ওই কর্মী।

আহতের নাম বলাই শব্দকর বলে জানা গেছে। সহকর্মীদের সূত্রে জানা যায়, আজ বলাই শব্দকর ফাইন্যান্স সংস্থার পক্ষ থেকে গ্রাহকের বাড়িতে যান মাসিক কিস্তির ২,০৫০ টাকা সংগ্রহের উদ্দেশ্যে। অভিযোগ, ওই সময় গ্রাহক যশোদা ঋষি দাসের পরিবারের সদস্যরা হঠাৎ করেই বলাইয়ের উপর চড়াও হন এবং মারধর করেন। জানা গেছে, অভিযুক্ত পরিবারটি কয়েক মাস আগে সংশ্লিষ্ট ফাইন্যান্স কোম্পানি থেকে প্রায় ৫০ হাজার টাকা ঋণ নিয়েছিল। নির্ধারিত কিস্তি আদায় করতে গেলে কোনও কারণ ছাড়াই এই হামলা চালানো হয়েছে বলে দাবি সহকর্মীদের। ঘটনার খবর পেয়ে ফাইন্যান্স কোম্পানির অন্যান্য কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহত অবস্থায় বলাই শব্দকরকে উদ্ধার করেন এবং চিকিৎসার জন্য জিবি হাসপাতালে নিয়ে যান। এই ঘটনায় অভিযুক্ত পরিবারের বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বলে জানা গেছে।

ভোটাধিকার লুণ্ঠিত, কর্পোরেট বাজেট — বিজেপির থেকে কি আশা করা যায় — মানিক সরকার

খবরে প্রতিবাদ, ৫ ফেব্রুয়ারি।। যত দিন গড়াচ্ছে সমালোচনার বহর বাড়ছে বিজেপি কে নিয়ে। বিরোধী শিবির কোন সুযোগ হাত ছাড়া করতে রাজি নয়। শাসক বিজেপি ও তার পাল্টা দিতে প্রস্তুত। তবে ২০ বছর এ রাজ্যে রাজত্ব সামলে যিনি বর্তমানে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সেই প্রবীণ বাম নেতৃত্ব মানিক সরকার ও বিজেপি শিবির এর সমালোচনা করতে করতে বর্তমানে হাপিয়ে গেছেন। উনার বক্তব্যে কিছুটা এমনি ভাব প্রকাশ পেলো। এক প্রকার বিজেপি সরকারের কাছ থেকে ভাল কোনো কিছুর আশা করাটাই এখন যেন বৃথা। এমনটাই বার্তা দিয়েছেন তিনি। মূলত, বৃহস্পতিবার বিশালগড় স্থিত সিপিআইএম কার্যালয়ে যান প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার। দলীয় কর্মীদের সাথে সাক্ষাত করেন তিনি। আলোচনা বৈঠক সেরে ফেরার পথে, সাংবাদিক দের প্রশ্নের জবাবে উনি কার্যত বিজেপি কে এক হাত নিয়ে কেন্দ্রীয় ইউনিয়ন বাজেট এর তীব্র সমালোচনা করেছেন। ততসঙ্গে এডিসি নির্বাচন প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে উনি প্রথমেই বলেন, জবে থেকে রাজ্যে বিজেপি সরকার প্রতিস্থিত হয়েছে রাজ্যের কোনো ভোটার স্বাধীন ভাবে ভোটাধিকার প্রয়গ করতে পারেন নি। ২০২১ সালের এডিসি নির্বাচনে সিপিআইএম কে রাজনৈতিক কোনো কার্যক্রমই করতে দেওয়া হয়নি। এডিসি ভোটে অংশ নিতে গিয়ে বহু বাম কর্মী আহত হয়েছেন। আক্রমন করা হয়েছে বারবার। তাছাড়া বিজেপি মথা দুজনেই বলছে দুজনেই ২৮ টি আসনে জিতবে। তাহলে তো মোট আসন হতে হবে ৫৬ টি। যা সম্ভব নয়। কিছুটা রসিকতার ছলে বিজেপি মথা উভয়কেই বিঁধলেন তিনি। এর পর তিনি বলেন, সিপিআইএম এধরনের মন্তব্য কোনো দিন করেনি। মানুষ বিচার করেই ভোট দেবেন। তবে যদি দিতে পারেন তবেই। বাজেট প্রসঙ্গে উনি বলেন , এই বাজেট জনদরদি নয় কর্পোরেট মুখী বাজেট। পুঁজিপতি দের জন্যে এই বাজেট। তাদের কোষাগার ফুলিয়ে ফাপিয়ে দেওয়া টাই উদ্দেশ্য। বিজেপির থেকে আর কিই বা আশা করা যায়, কিছুটা এভাবেই এদিন নিজের মতামত ব্যক্ত করলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার।

সম্পাদকীয়

৩ বর্ষ, শুক্রবার, ২৩ মাঘ, ১৪৩২ বাংলা

দ্রব্যমূল্যের কী হবে ?

ভারতের বাজারে আগুন। সে আগুন দগ্ধে কম ঝলসায় বেশি। সবজি থেকে ভোজ্যতেল, পেট্রোল থেকে মোবাইল রিচার্জসবকিছুর দাম উর্ধ্বমুখী। বর্তমান সরকার বাজারের কাছে আত্মসমর্পণ করে আছেন বলেই মনে হয়। পেট্রোল ডিজেলের দাম শত টাকা করে পাঁচ-সাত টাকা কমানো হল। তাতে কম খেইখেই হয়নি। নানা মন্ত্রী নানা তত্ত্ব দিলেন। কেন এসবের দাম বাড়ানোটা যথার্থ, তার কাল্পনিক ও হাস্যকর কারণ জানালেন। এদিকে, ত্রিপুরা রাজ্যে সংসার আর চলে না। না, কেবল দরিদ্রের নয়, মধ্যবিত্তেরও চলে না। ত্রিপুরাতে তেমন করে ধনিক আর কত! সবজি, মাছ, পেঁয়াজ, টম্যাটো, ওষুধ সবেতেই আগুন। আগুন শিক্ষাসামগ্রীতে, মাছে, মাংসে। মজুতদারির অভিযোগ নেই তেমন। নেই অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টির খবর। তথাপি বাজারে পা ফেলা যাচ্ছে না। মহামারির কারণে অনেকেই অন্য পেশা ছেড়ে সবজি, মাছ-মাংস এসব ব্যবসায়ে এসেছেন। সুতরাং বাজারে বিক্রেতা বেশি, তথাপি দাম বেশি। এদিকে প্রধানমন্ত্রী এক টিপে গৃহনির্মাণের টাকা পাঠিয়ে দিলেন। সেই দেখে দাম বেড়ে গেল ইটের। সিমেন্টের দামও বাড়ছে। রাজমিস্ত্রিকে ডেকে ডেকে পাওয়া যাচ্ছে না। সকলেই চুক্তিতে কাজ করতে চাইছে। সেই চুক্তিমূল্যও একেক এলাকায় একেক রকম। কোথাও কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। কেন ? বাজারে যথেষ্ট কাজ নেই। যথেষ্ট টাকাও নেই ত্রিপুরার বাজারে। ব্যাংকগুলো গৃহনির্মাণের জন্য কেবল উচ্চ আয়ী আর কর্মচারীদের ঋণ দিচ্ছে। ফলে নির্মাণশিল্পটি কেবল প্রধানমন্ত্রীর আবাস যোজনায় এসে ঠেকে গিয়েছে। বাজার পরিচালনা এবং বাজারমূল্য নিয়ন্ত্রণে ত্রিপুরা সরকারের কাছে সঠিক কোনো তথ্যভাণ্ডার আছে কি না কেউ জানে না। বাজারমূল্য নিয়ে তেমন কোনো সার্ভে হয় কি না সেটাও স্পষ্ট নয়। পেট্রোল ডিজেলের মূল্য নির্ধারণ জটিল প্রক্রিয়ার অধীন। কিন্তু স্থানীয় স্তরে উৎপাদিত কৃষিজ দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ কারা করছে? যে দামে বাজারে বিক্রি হচ্ছে, তার কতটা কৃষক পাচ্ছেন ? সরকার কতটা এই বিষয়ে আন্তরিক সেটি স্পষ্ট নয়। ত্রিপুরার অর্থব্যবস্থা কেন্দ্রনির্ভর, কর্মচারী নির্ভর।

পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ টি এম সি : ২৩৭০৫০৪ চক্ষুব্যাঙ্ক : ৯৪৩৬৪৬২৮০০। অ্যাম্বুলেন্স : রামঠাকুর সংঘ : ৬০০৯২২৪৪০৫, ৯৭৭৪১১৩২৬৯, ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬, রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা : ৯৮৬২৫৭০১১৬/ সংহতি ক্লাব : ৮৭৯৪১৬ ৮২৮১, রামকৃষ্ণ ক্লাব: ৮৭৯৪১৬৮ ২৮১ শতদল সংঘ : ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) ৯৭৭৪১১৬ ৬২৪, চাইল্ড লাইন : ১০৯৮ (টোলফ্রি: ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি : ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), আই জি এম : ২৩২-৫৭৩৬, আই এল এস : ৮৯৭৪০৫০৩০০ কসমোপলিটন ক্লাব : ৯৭৭৪৩১৭৫৩৮, তরুন সংঘ : ৮৮৩৭৩০৩৫৪৬, ৯৭৭৪১৬৪০১৯, ৮৭৯৪৫৩৪৭৫৮। শববাহী যান : ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন- ৮২৫৬৯৯৭১৯৫, ইন্টিগ্রেটেড ইয়থস অব ত্রিপুরা : ৯৪৩৬৯৩১৬০৮, সেন্ট্রালরোড যুব সংস্থা - ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬, সমাজ কল্যাণ সংঘ - ৯৭৭৪৬৭০২৪২, ব্লু লোটাস ক্লাব-৯৪৩৬৫ ৬৮২৫৬ ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট : ২৩৮-৫৮৫২, ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স এসোসিয়েশন : ২৩৮-৬৪২৬, রিলিভার্স : ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) : ৮৭২৯৯১১২৩৬, আগন্তুক ক্লাব : ৭০০৫৪৬০০৩৫/৯৪৩৬৫৯১৮৯১, নব অঙ্গীকার : ৯৮৫৬৩৪৫৪৭৫, ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন : ১০১/ ২৩২-৫৬৩০, বাধারঘাট : ১০১/ ২৩৭-৪৩৩৩, কুঞ্জবন : ২৩৫-৩১০১, মহারাজগঞ্জ বাজার : ২৩৮ ৩১০১ পুলিশ : পশ্চিম থানা : ২৩৮-৫৭৬৫, পূর্ব থানা : ২৩২-৫৭৭৪, আমতলী থানা : ২৩৭-০৩৮৫, এয়ারপোর্ট থানা : ২৩৪-২২৫৮, সিটি কন্ট্রোল : ২৩২-৫৭৮৪, বিদ্যুৎ : ১৯১২, বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া : ৯৪৩৬১২৪৪৯২, এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর : ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, ইন্ডিগো : ২৩৪-১২৬৩, রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন : ২৩২-৫৫৩৩ আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং : ২৩২-৫৬৮৫।

ঘাড় গুঁজে মোবাইল !

সত্তরের দশকে 'মটোরেলা ডাইনাট্যাক ৮০০০এক্স' নামক মোবাইল ফোনটি দিয়ে যাত্রা শুরু হয়েছিল। আজ সেই যন্ত্র বদলে দিয়েছে গোটা দুনিয়াকেই। আর সেই মোবাইল ফোনের অন্যতম স্রষ্টা স্বয়ং মার্টিন কুপার দিনে খুব অল্প সময় ফোন ব্যবহার করেন। প্রথম 'ওয়্যারলেস ফোন' আবিষ্কার করে গোটা বিশ্বে শোরগোল ফেলে দিয়েছিলেন তিনি। অথচ স্রষ্টাই মোবাইল ফোনের অত্যধিক ব্যবহার নিয়ে সরব হয়েছেন বার বার। কুপারের মতে, "জীবনকে উপভোগ করতে গেলে মোবাইল ফোনের ব্যবহার কমাতে হবে।"

মোবাইল ফোন এখন জীবনের অঙ্গ হয়ে উঠেছে। কারণে হোক কিংবা অকারণে, দু'চোখ সব সময়েই মোবাইলের পর্দায় আটকে রয়েছে। সাম্প্রতিক একটি সাক্ষাৎকারে মার্টিন বলেছেন, "মন ভেঙে যায়, যখন দেখি কেউ মোবাইল দেখতে দেখতে রাস্তা

পার হচ্ছেন।"

শুধু পথঘাটে নয়, ট্রেনে, বাসে এমনকি, ঘরোয়া আড্ডায় সবর্তই ঘাড় গুঁজে মোবাইল ঘেঁটে চলেছেন অনেকে। এমন দৃশ্য নতুন নয়। এটাই এখন যেন জীবনচর্চায় পরিণত হয়েছে। আর তার হাত ধরেই নানা ধরনের অসুখ হানা দিচ্ছে জীবনে। চিকিৎসা বিজ্ঞান যে রোগের নাম দিয়েছে 'টেক্সট নেক'।

সাম্প্রতিক একটি সমীক্ষা জানাচ্ছে, ৮ শতাংশ মানুষ এই অসুখের শিকার। ৩৫ শতাংশ এই অসুখের কথা জেনেও সচেতন নন। আর প্রায় ২১ শতাংশ একেবারে অসুখের দোরগোড়ায় এসে হাজির হয়েছেন।

এই অসুখে মেরুদণ্ড চিরতরে বেঁকে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। শুধু তা-ই নয়, ঘাড় এবং গলার হাড় ও স্নায়ুর উপর চাপ পড়ে তা চিরতরে ঝুঁকিয়ে দিতেও পারে। শরীর কত ডিগ্রি সামনের দিকে ঝুঁকে আছে, তার উপর নির্ভর করবে ঘাড় ও গলা কতটা ওজন বইবে। মাথা নিচু করে মোবাইল ঘাঁটার সময়ে ঘাড় মোটামুটি ২০ থেকে ৩০ ডিগ্রি ঝুঁকে থাকে। এতে চাপ পড়ে মেরুদণ্ডের উপর। দীর্ঘ দিন ধরে এমন চলতে থাকলে এক সময়ে সামনের দিকে ঝুঁকে যায় মেরুদণ্ড। ঘাড় বেঁকে যাওয়া, গলা এবং ঘাড় পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়া এমন মারাত্মক কিছু পরিণতি হতে পারে। চিকিৎসকরা জানাচ্ছেন, এই অসুখ সারাতে হলে একটাই উপায়, তা হল মোবাইল ব্যবহারে রাশ টানা। না হলেই বয়সের সঙ্গে সঙ্গে এ অসুখ থাবা বসাবে যে কোনও সময়ে।

মিথ্যাচার না করা ও মিথ্যা কথা না বলাই উচিত

শ্রী মহাবীর জৈন, বর্ধমান নামে পরিচিত, ত্রিশ চতুর্থ তীর্থংকর (ফোর্ড-রচয়িতা) যিনি জৈনধর্মকে পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন। দূরবর্তী প্রাক-বৈদিক যুগের পূর্ববর্তী তীর্থঙ্কারগুলির আধ্যাত্মিক, দার্শনিক ও নৈতিক শিক্ষাগুলি তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন। জৈন ঐতিহ্যতে, বিশ্বাস করা হয় যে মহাবিরা খৃস্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতকের গোড়ার দিকে ভারতের বর্তমান বিহারের রাজকীয় ক্ষত্রিয় পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি ৩০ বছর বয়সে সমস্ত বিশ্বস্ত সম্পদ পরিত্যাগ করেছিলেন এবং আধ্যাত্মিক জাগরণ সাধনের জন্য বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন এবং এক সাস্ত্র হয়ে উঠছিলেন। মহাবীর ১২ বছর ধরে তীব্র ধ্যান ও গুরুতর কঠোর অনুশীলন করেছিলেন, তারপরে তিনি বিশ্বাস করেছিলেন যে কেভালা জ্ঞান (সর্বজ্ঞতা) অর্জন করেছিলেন। তিনি ৩০ বছর ধরে প্রচার করেছিলেন এবং খ্রিস্টপূর্ব ৬ষ্ঠ খ্রিস্টপূর্বাব্দে মোক্ষ অর্জনের জন্য জৈনরা বিশ্বাস করেছিলেন, যদিও বছরটি সংবিধান দ্বারা পরিবর্তিত হয়। কার্ল পটারের মতো লেখক তার জীবনী অনিশ্চিত মনে করেন; অনেকে মনে করেন যে তিনি বুদ্ধের সাথে সমসাময়িক ৫র্থ শতাব্দীতে বাস করতেন। মহাবীর ৭২ বছর বয়সে নির্বাহ লাভ করেন এবং তার দেহের সমাহিত করা হয়।

কেভালা জ্ঞান অর্জনের পর, মহাভিরা শিক্ষা দেয় যে আধ্যাত্মিক মুক্তির জন্য অহিংসা (অহিংসা), সততা (সত্য), অস্তিত্ব (অ চুরি), ব্রহ্মচার্য এবং আপরিগ্রহ (অ সংযুক্তি) অঙ্গীকার পালন করা প্রয়োজন। তিনি অনন্তভাদ (বহুবিধ সত্যিকারের বাস্তবতা) এর নীতিগুলি শিখেছিলেন: সিদদাদা এবং নয়াভাদ। মহাভীরের শিক্ষাগুলি জৈব আগামদের মতো ইন্দ্রভূতি গৌতম (তার প্রধান শিষ্য) দ্বারা সংকলিত হয়েছিল। জৈন সন্ন্যাসীদের দ্বারা মৌখিকভাবে প্রেরিত গ্রন্থে, সম্ভবত প্রথম শতাব্দীর (যখন তারা প্রথমে লিখিত হয়েছিল) প্রায় হারিয়ে গিয়েছিল। মহাবীর দ্বারা শেখানো আগামদের বেঁচে থাকা সংস্করণগুলি জৈনবাদের ভিত্তি গ্রন্থগুলির কিছু।

মহাবীর সাধারণত বসা বা দাঁড়ানো ধ্যানের মূর্তি, তার নিচে একটি সিংহ এর প্রতীক সঙ্গে অঙ্কিত হয়। তার প্রাচীনতম চিত্রগ্রন্থ উত্তর ভারতের শহর মথুরার প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান থেকে এবং এটি খ্রিস্টপূর্ব ১শ শতাব্দী থেকে দ্বিতীয় শতাব্দীর দিকে। তার জন্ম মহাবীর জয়ন্তী হিসাবে পালিত হয়, এবং তার নির্বরণ জৈন দ্বারা দীপালি হিসাবে পালন করা হয় ।জৈনধর্মে একজন তীর্থঙ্করকে (নদীপারাপারের কর্তা বা শিক্ষক ঈশ্বর) একটি 'তীর্থে'র প্রতিষ্ঠাতা মনে করা হয়। 'তীর্থ' হল জন্ম ও মৃত্যুর অনন্ত সমুদ্রের (যাকে 'সংসার' বলা হয়) মধ্যে দিয়ে পারাপারের জন্য সৃষ্ট একটি অগভীর পথ। জৈন ধর্মগ্রন্থ অনুসারে, বিশ্ব কালচক্রের প্রত্যেক অর্ধে চব্বিশ জন তীর্থঙ্কর জীবকে কৃপা করেন। মহাবীর হলেন 'অবসর্পিণী'র (বর্তমান অধোগামী কালপর্যায়) শেষ তীর্থঙ্কর। খ্রিস্টীয় ২য় শতাব্দীর বিশিষ্ট দিগম্বর সন্ন্যাসী সামন্তভদ্র মহাবীরের 'তীর্থ'টিকে 'সর্বোদয়' (বিশ্বজনীন উন্নতি) নামে চিহ্নিত করেছেন ।মহাবীরকেই সাধারণভাবে জৈনধর্মের প্রতিষ্ঠাতা মনে করা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। জৈনধর্মে তার পূর্বসূরিদেরও স্বীকৃতি দেওয়া হয় এবং তাকে ২৪শ তীর্থঙ্কর মনে করা হয়। এছাড়া, ২৩শ তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ ছিলেন একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব ।মহাবীরের ছেলেবেলার নাম ছিল 'বর্ধমান' ('যিনি বৃদ্ধি পান, বৃদ্ধিশীল')। মহাবীরের জন্মের সময় তার রাজ্যের দ্রুত সমৃদ্ধি ঘটছিল বলে তার এই নামকরণ করা হয়। মহাবীর ছেলেবেলায় একাধিকবার বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। তাই তাকে 'মহাবীর' নামে অভিহিত করা হত। মহাবীরকে 'জিন' ('আসক্তি, অহংকার, লোভ প্রভৃতি অন্তঃ প্রবৃত্তিগুলি যিনি জয় করেছেন') নামেও চিহ্নিত করা হয়। পরবর্তীকালে 'জিন' উপাধিটি 'তীর্থঙ্কর' নামের সমার্থক শব্দে পরিণত হয় ।বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থগুলিতে মহাবীরকে 'নিগন্থ জ্ঞাতপুত্ত' নামে অভিহিত করা হয়েছে। 'নিগন্থ' শব্দের অর্থ 'যাঁর বন্ধন, পিছুটান বা রজ্জু নেই'। 'জ্ঞাতপুত্ত' শব্দটি ("নতসে'র পুত্র") তার 'জ্ঞাত' বা 'নয়' (প্রাকৃত) নামক বংশ-নামের দ্যোতক ।মহাবীরকে 'শ্রমণ' ('অনুসন্ধানকারী') নামেও অভিহিত করা হয় ।খ্রিস্টপূর্ব ৫৯৯ অব্দে বীর নির্বাণ সম্বৎ অনুসারে চৈত্র মাসের শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে কাশ্যপ গোত্রীয়গু১০ণ্ণগু২২ণ্ণ এক ক্ষত্রিয় রাজবংশে মহাবীর জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তার পিতা ছিলেন ইক্ষ্বাকু রাজবংশের রাজা সিদ্ধার্থ ও মাতা ছিলেন রানি ত্রিশলা (বৈশালীর রাজা চেতকের ভগিনী)। গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার অনুসারে এই দিনটি মার্চ বা এপ্রিল মাসে পড়ে। এই দিনটিতেই মহাবীর জয়ন্তী পালিত হয়। প্রথাগত মত অনুসারে, প্রাচীন শহর ক্ষত্রিয় কুন্দ লাচ্ছুয়ারের কুন্দলপুরকে তার জন্মস্থান মনে করা হয়। বর্তমানে এই স্থানটি বিহারের জামুই জেলার সিকান্দ্রা মহকুমার অন্তর্গত। জৈন বিশ্বাস অনুসারে, মহাবীরের জন্মের পর ইন্দ্র জম্বুদ্বীপ নামক বিশ্বকেন্দ্রের অক্ষ মেরু পর্বতে তার তৈলার্পণ ও অভিষেক অনুষ্ঠান আয়োজন করেছিলেন এবং তার নামকরণ করা হয়েছিল 'বর্ধমান' ।অধিকাংশ আধুনিক ইতিহাসবিদই মনে করেন, মহাবীরের জন্ম হয়েছিল কুন্দগ্রামে। এই স্থানটি এখন ভারতের বিহার রাজ্যের মুজফফরপুর জেলার বাসোকুন্দ নামে পরিচিত ।গু২২ণ্ণগু২৭ণ্ণ জৈন মতানুসারে, মহাবীর খ্রিস্টপূর্ব ৫৯৯ থেকে ৫২৭ অব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন ।পাশ্চাত্যের ইতিহাসবিদগণ মনে করেন, মহাবীর খ্রিস্টপূর্ব ৪৮০ থেকে ৪০৮ অব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। পাশ্চাত্যের কোনও কোনও গবেষকের মতে, মহাবীর খ্রিস্টপূর্ব ৪২৫ অব্দ নাগাদ মারা যান ।রাজপুত্র মহাবীর বিলাসব্যসনের মধ্যে বড়ো হয়েছিলেন। শ্বেতাম্বর ধর্মগ্রন্থ আচারাঙ্গ সূত্র-এর দ্বিতীয় অধ্যায় অনুসারে, তার পিতামাতা ছিলেন পার্শ্বনাথের অনুগামী এবং জৈন সন্ন্যাসীদের গৃহস্থ ভক্ত। জৈন সম্প্রদায়গুলির মধ্যে তার বিবাহ প্রসঙ্গ নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। দিগম্বর সম্প্রদায়ের মতে, মহাবীরের পিতামাতা চেয়েছিলেন, তিনি যশোদাকে বিবাহ করেন। কিন্তু মহাবীর তাতে সম্মত হননি। শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের মতে, মহাবীর অল্প বয়সে যশোদাকে বিবাহ করেছিলেন এবং প্রিয়দর্শনা নামে তাদের একটি কন্যাসন্তানও ছিল ।৩০ বছর বয়সে মহাবীর রাজকীয় জীবনের সুখ পরিত্যাগ করে গৃহ ও পরিবার ত্যাগ করেন এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞানের অনুসন্ধানে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তিনি কঠোর তপস্যা করেন, অশোক বৃক্ষের নিচে ধ্যান করেন এবং পোষাকপরিচ্ছদ সব পরিত্যাগ করেন। তিনি যে কঠিন পরিস্থিতি ও অপমানজনক অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিলেন, তার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় আচারাঙ্গ সূত্রগ্রন্থে। কল্পসূত্র অনুসারে, মহাবীর অস্তিকাগ্রাম, চম্পাপুরী, প্রতিচম্পা, বৈশালী, বনীজগ্রাম, নালন্দা, মিথিলা, ভদ্রিকা, অলভীকা, পাণিতাভূমি, শ্রাবস্তী ও পাবাপুরীতে চল্লিশটি বর্ষাকাল (চতুর্মাস) অতিবাহিত করেছিলেন।

সাড়ে ১২ বছর কঠোর তপস্যার পর ৪৩ বছর বয়সে একটি শাল গাছের তলায় মহাবীর 'কেবল জ্ঞান' (সর্বজ্ঞতা বা অনন্ত জ্ঞান) প্রাপ্ত হন ।জৈন ধর্মগ্রন্থ উত্তর-পুরাণ ও হরিবংশ-পুরাণ-এ এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়।

আচারাঙ্গ সূত্র মতে, মহাবীর ছিলেন সর্বদর্শী। সূত্রকৃতাঙ্গ গ্রন্থে 'সর্বজ্ঞতা' ধারণাটির ব্যাখ্যা এবং মহাবীরের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলির বিবরণ পাওয়া যায় ।সর্বজ্ঞতা প্রাপ্তির পর ৩০ বছর মহাবীর সারা ভারত পরিভ্রমণ করেন এবং নিজের দর্শন শিক্ষা দেন। জৈন বিশ্বাস অনুসারে, মহাবীরের ১৪,০০০ সন্ন্যাসী, ৩৬,০০০ সন্ন্যাসিনী, ১৫৯,০০০ শ্রাবক (গৃহস্থ) ও ৩১৮,০০০ শ্রাবিকা (গৃহস্থ নারী) অনুগামী ছিল ।তার অনুগামী রাজন্যবর্গের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন মগধের রাজা শ্রেণিকা (যিনি বিম্বিসার নামে পরিচিত ছিলেন), অঙ্গের রাজা কুণিক ও বিদেহের রাজা চেতক।

জৈনরা বিশ্বাস করেন, ৭২ বছর বয়সে মহাবীর মোক্ষ (জন্ম ও মৃত্যুর চক্র থেকে মুক্তি) লাভ করেন এবং তার আত্মা এখন 'সিদ্ধশিলা'য় (মুক্ত আত্মাদের স্থান) অবস্থান করছে। জৈন ধর্মগ্রন্থ অনুসারে, মহাবীর পাবাপুরী (অধুনা বিহারে অবস্থিত) নির্বাণ লাভ করেছিলেন। সেই দিনেই তাঁর প্রধান শিষ্য গৌতম স্বামী কেবল জ্ঞান অর্জন করেন। জিনসেনের মহাপুরাণ অনুসারে, তীর্থঙ্করগণের নির্বাণ লাভের পর স্বর্গীয় সত্ত্বগণ তাঁদের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া করেন। প্রবচনসার অনুসারে, তীর্থঙ্করদের নখ আর চুলই শুধু পড়ে থাকে। অবশিষ্ট শরীর কর্পূরের মতো হাওয়ায় বিলীন হয়ে যায়। মহাবীর যেখানে মোক্ষ লাভ করেছিলেন বলে মনে করা হয়, সেখানে বর্তমানে জল মন্দির নামে একটি জৈন মন্দির রয়েছে। জৈন ধর্মগ্রন্থ মহাপুরাণ ও ত্রিষষ্ঠি-শকল-পুরুষ-চরিত্র-এ মহাবীরের পূর্বজন্মগুলির বিবরণ পাওয়া যায়। সংসারের আবর্তনশীল চক্রে একটি আত্মা অসংখ্যবার জন্মগ্রহণ করে। একজন তীর্থঙ্কর যখন কর্মের কারণগুলিকে খুঁজে পান এবং 'রত্নত্রয় গড়ে তোলেন, তখন থেকেই তার জন্মগ্রহণ করা শুরু হয় বলে জৈনরা বিশ্বাস করেন। জৈন ধর্মগ্রন্থগুলিতে মহাবীরের তীর্থঙ্কর রূপে জন্মের আগে ২৬টি জন্মের কথা আলোচিত হয়েছে ।পূর্বের একটি জন্মে মহাবীর ভরত চক্রবর্তীর পুত্র মারীচি রূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ।মহাবীরের প্রধান শিষ্য গৌতম 'গণধর' তার উপদেশগুলি সংকলিত করেন। প্রামাণ্য পবিত্র শাস্ত্রগুলি বারো খণ্ডে সংকলিত। বিজয় কে. জৈনের মতে, "প্রতিটি সম্প্রদায়ের মত সম্পর্কে একজনের যা কিছু জিজ্ঞাস্য আছে, তার পরিপূর্ণতম এবং যথাযথ বিবরণ এই শাস্ত্রগুলিতে পাওয়া যায়। এই সকল শাস্ত্রে যা কিছু জ্ঞান দান করা হয়েছে, তা শিক্ষকরা তাঁদের শিষ্য সন্তদের মুখে মুখে শিক্ষা দিতেন এবং মৌখিক প্রথায় তা প্রচলিত থাকত। দিগম্বর সম্প্রদায়ের মতে, আচার্য্য ভূতবলীই হলেন শেষ সন্ন্যাসী, যাঁর মূল প্রামাণ্য শাস্ত্র সম্পর্কে আংশিক জ্ঞান ছিল। মহাবীরের যে সব উপদেশ আগম শাস্ত্রের বিষয়বস্তু ছিল, সেইগুলি পরবর্তীকালে কয়েকজন বিশিষ্ট আচার্য্য পুনরুদ্ধার করে সংকলিত ও লিপিবদ্ধ করেন। খ্রিস্টীয় ১ম শতাব্দীতে আচার্য্য ধরাসেন দুই জন আচার্য্যকে এই উপদেশগুলি লিপিবদ্ধ করার কাজে তত্ত্বাবধান করেন। এই দুই আচার্য্য হলেন আচার্য্য পুষ্পদন্ত ও আচার্য্য ভূতবলী। এঁরা তালপাতায় ষটখণ্ডাগম রচনা করেন। দিগম্বর জৈনদের যে প্রাচীন ধর্মগ্রন্থগুলির কথা জানা যায়, এটি তার মধ্যে সবচেয়ে পুরনো। জৈন আগমগুলিতে সন্ন্যাসী ও গৃহস্থদের পালনীয় পাঁচটি প্রধান ব্রতের কথা বলা হয়েছে। এই নৈতিক আদর্শগুলি মহাবীর শিক্ষা দিয়েছিলেন:

১. অহিংসামহাবীরের শিক্ষা অনুসারে প্রত্যেকটি জীবের পবিত্রতা ও আত্মমর্যাদা রয়েছে। তাই একজন যেমন নিজের পবিত্রতা ও আত্মমর্যাদার প্রতি অন্যের সম্মান আশা করেন, তেমনই তার উচিত অন্যের পবিত্রতা ও আত্মমর্যাদাকে সম্মান করে চলা। অহিংসাকেই জৈনধর্মে প্রথম ও প্রধান ব্রত মনে করা হয়। জৈন ধর্মগ্রন্থ তত্ত্বার্থসূত্র অনুসারে, "জীবনীশক্তি বিজাভিত হয় হিংসার প্রতি আসক্তি থেকে।"

২. সত্যমিথ্যাচার না করা ও মিথ্যা কথা না বলাই উচিত। জৈন ধর্মগ্রন্থ সর্বার্থসিদ্ধি অনুসারে, "জীবকে কষ্ট দেয়, এমন কিছুই প্রশংসার যোগ্য নয়; তা সে সত্য ঘটনাই হোক, বা অন্য কিছু।"

৩. অস্তেয় (চুরি না করা) যদি কোনও কিছু যথাযথ রূপে দান করা না হয়, তবে তা গ্রহণ করা উচিত নয়।৪. ব্রহ্মচর্য (ইন্দ্রিয়-সংযম) যৌন প্রবৃত্তিগুলিকে স্থায়ী ও কঠোরভাবে দমন করা।৫. অপরিগ্রহ (অনাসক্তি) অন্তঃপ্রবৃত্তি (পছন্দ, অপছন্দ) ও বাহ্য প্রবৃত্তির (সম্পত্তি) প্রতি অনাসক্তি।

সন্তানকে বেশি বেশি সান্নিধ্য দিন

শিশুরা প্রাথমিক শিক্ষা পেয়ে থাকে তার মায়ের কাছ থেকেই। তাছাড়া একজন মা সারাটি জীবন সন্তানকে সবচেয়ে বেশি সময় দিয়ে থাকেন। সে কারণে মায়ের কাছ থেকে সে ভাষাও শিখে এবং সর্বক্ষেত্রে মাকে অনুসরণ করে। নেপোলিয়ন বোনাপার্ট বলেছিলেন, 'আমাকে একটি শিক্ষিত মা দাও আমি তোমাদের একটি শিক্ষিত জাতি উপহার দিবো'। কিন্তু কালের প্রবাহে কোনো কোনো জায়গায় মায়ের ভালোবাসাও আজ কর্পোরেট। সমাজের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে চলতে অধিকাংশ মায়েরাই ভুলে গেছে একটি সন্তানকে মানুষ করতে গেলে তাকে যথেষ্ট সময় দিতে হয়। সৌন্দর্য্য সচেতনতার নামে প্রতিযোগী এসব মা সন্তানকে বুকের দুধ থেকে বঞ্চিত করে আয়া বুয়া কিংবা কাজের লোকের কাছে সন্তান রেখে হাল ফ্যাশনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সন্তানের ভবিষ্যতকে অনিশ্চিত করে তুলছে। এসব গড্ডলিকায় গা ভাসিয়ে দেয়া অনেক মায়ের সন্তানই তাই আজ ভুগছে মনস্তাত্ত্বিক নানাবিধ সমস্যায়। যার বাস্তব দেখা যায় উচ্চবিত্ত পরিবারের সন্তানদের ক্ষেত্রে।

এখনকার শিশুদের শৈশব নেই বললেই চলে। যে বয়সে তারা সবুজ প্রকৃতির কাছে ছোটাছুটি করবে, সেই বয়সে একগাদা বই আর স্কুল ব্যাগের বোঝায় কাহিল আমাদের কোমলমতি শিশুরা। পাশাপাশি তাদের দুরন্ত শৈশবের ছোটাছুটি আর উচ্ছলাসকে হারিয়ে দিয়েছে কম্পিউটার গেমস, হিন্দি সিরিয়াল আর কার্টুন। যা শুধু তাদের মেধা ও মননকেই বাধাগ্রস্তই করছে না, পাশাপাশি তাদের নিয়ে যাচ্ছে অপসংস্কৃতি আর অনৈতিকার দিকে। ফলে সস্তা বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে শিশুরা কম্পিউটার, ট্যাব আর টেলিভিশনকে বেছে নিচ্ছে। এমতাবস্থায় বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, 'ভবিষ্যতের প্রয়োজনে শিশুদের জন্য দরকার সুস্থ বিনোদন, পর্যাপ্ত খোলা মাঠ আর সবুজ প্রকৃতি। পাশাপাশি শিশুর সুস্থ বিনোদনের লক্ষ্যে অভিভাবকদের উচিত একটু সময় পেলেই শিশুকে সময় দিয়ে সবুজ প্রকৃতি কিংবা গ্রামে বেড়িয়ে নিয়ে আসা।

মূলত শৈশব শিশুর সার্বিক বিকাশের ওপর নির্ভর করে তার পরবর্তী জীবনের সুখ ও স্বাভাবিকতা। বর্তমানে কর্মব্যস্ততার কারণে অনেক শিশু পিতা-মাতার আদর স্নেহ ও সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত। নিঃসঙ্গ, একাকী ও অনাদরে-অবহেলায় যে শিশুরা বড় হয়, তারাই খারাপ সঙ্গ ও নানারকম অপরাধমূলক কার্যক্রমে জড়িয়ে পড়ে। নেশা থেকে শুরু করে যাবতীয় অমানবিক কাজ করতেও তারা দ্বিধা করে না। ফলে অন্যের জীবন নিতে যেমন তারা দ্বিধা করে না, তেমনি আত্মঘাতী কাজ করতেও ভয় পায় না। তাই শত ব্যস্ততার মাঝেও প্রতিটি বাবা-মায়ের উচিত শিশুকে যথেষ্ট সময় দেয়া ।একটি শিশুর স্বাভাবিক বেড়ে ওঠার জন্য দরকার খেলাধুলা ও সৃজনশীল কাজ করার সুযোগ দিতে হবে। প্রত্যেক বাবা-মায়েরই উচিত শিশুর সঙ্গে বন্ধুভাবাপন্নভাবে মেশা, সন্তান কার সঙ্গে মিশছে, কার সঙ্গে কোথায় যাচ্ছে- সেগুলো খেয়াল রাখা। বেশি শাসন কিংবা বকাঝকা সন্তানের সঙ্গে বাবা-মায়ের সম্পর্ক দূরত্বের সৃষ্টি করে ও বিকারগ্রস্ত করে তোলে। তাই মানসিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়। শিশুকে শাসন করতে হবে তবে তা বকাঝকা কিংবা আঘাত করে নয় বরং মায়া মমতার ছোঁয়ায় বন্ধুর মতো তাকে সময় দিয়ে তার মনের কথা বের করে আনতে হবে। আসলে যুগ পাল্টে গেছে। আমাদের আমলে দাদা, নানা, নানিরা রাতে শুয়ে শুয়ে ভূত পেতী, রাক্ষস ক্ষোকস, পশু-পাখির গল্পসহ বিভিন্ন রূপকথার গল্প শুনিয়ে ঘুম পাড়াত আর এখনকার যুগের ছেলেমেয়েদের কীভাবে মাথার ওপর কয়েক টন পড়া ঢুকানো যায়, আমরা তা নিয়েই ব্যস্ত থাকি। গল্প তো দূরে থাক, নৈতিক শিক্ষা, নিয়মানুবর্তিতাটুকুও আমরা তাদের শেখাই না। একধরনের টানাপড়েনের মধ্য দিয়ে বেড়ে উঠছে আমাদের শিশুরা। তার ওপর রয়েছে বাবা-মার উগ্র চলাফেরা, সন্তানের সামনেই বাবা-মার ঝগড়াঝাটি, কটু কথা, গায়ে হাত তোলা ইত্যাদি। যা তাদের নিয়ে যাচ্ছে এক ভয়াবহ বিপদগামীতার পথে। বলার অপেক্ষা রাখে না একটি সন্তান একদিনে হুট করে মাদকাসক্ত কিংবা জঙ্গি হয়ে ওঠে না। এর পিছনে রয়েছে দিনের পর দিন বাবা-মার গাফিলতি ও সন্তান সম্পর্কে খোঁজ খবর না নেয়া।

সন্তান মানুষ করার নামে আমরা সবাই কেমন যেন পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে আত্মকেন্দ্রিক ও স্বার্থপর হয়ে যাচ্ছি। সবাই ব্যস্ত কিভাবে বড় বড় অট্টালিকা, গাড়ি, ব্যাংক-ব্যালেন্স, ব্যবসা বাড়ানো যায়। যা কিনা তার প্রজন্মরা যুগের পর যুগ ভোগ করবে। শুধু তাই নয়, বিদেশে বেড়াতে যাওয়া বা প্রিয়জনকে দামি উপহার দেয়ার জন্য আজকাল ব্যাংকগুলো মানুষকে শতভাগ পুঁজিবাদী হওয়ার সুবর্ণ সুযোগ করে দিচ্ছে। তাই নিজের ক্যারিয়ার গড়ার পাশাপাশি সন্তানকে কতটা নামিদামি প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করানো যায় এই প্রতিযোগিতাতেও নামছে মা-বাবা। অবস্থা এমন যেন দেশে কিংবা বিদেশে দামি স্কুল, কলেজে পড়াতে পারলেই সন্তান মানুষ হতে পারবে। উন্নত জীবনযাপন, উন্নত জায়গায় পড়াশোনা, দামি রেস্টুরেন্টে খাওয়া-দাওয়া, বিদেশ ভ্রমণ, পার্টি, মাস্তি ইত্যাদি না করলে যে সমাজে স্ট্যাটাস বলতে আর কিছু থাকবে না এই ভাবতে ভাবতে উচ্চবিত্ত অনেক মা-বাবাই ভুলে যান এসবের চেয়ে তার সন্তানের বড় প্রয়োজন বাবা-মার সঙ্গে একটু সঙ্গ পাওয়া। বাবা-মার এই প্রতিযোগিতার দুর্বল সুযোগে সন্তান কখন যেন উচ্ছন্নে চলে যায় তা খেয়াল করার সময় নেই।

বয়ঃসন্ধিকালটি প্রতিটি ছেলে-মেয়ের জন্য একটি অন্যরকম সময়। এ সময় থেকে তাদের শারীরিক পরিবর্তনের পাশাপাশি মানসিক পরিবর্তন ঘটে। তাই প্রতিটি বাবা-মায়েরই উচিত এই সময় থেকে সন্তানের প্রতি আরো বেশি যতশীল হওয়া। তাদের ওই বয়সের গুরুত্বপূর্ণ ও অনিবার্য বিষয়গুলো সহজ ও সরলভাবে মনোবৈজ্ঞানিক কৌশলে বোঝাতে হবে। যেটা অনেক মা-বাবাই এড়িয়ে যান। আবার সন্তান কোন ক্ষেত্রে ভুল বা অন্যায় করে ফেলে বিব্রত ও লজ্জিত হয়ে অপরাধবোধ ও সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে বাবা-মা হিসেবে আপনার দায়িত্ব হবে তার সঙ্গে রাগারাগি বা অপমান না করে তাকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার শক্তি জোগানো তবেই সন্তানের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ হবে। আর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি না হলে সন্তান মানসিক বৈকল্যে ভুগবে, দ্বারস্থ হবে অসৎ বন্ধুত্বে। উন্নত মূল্যবোধসম্পন্ন একটি জাতি গঠনে সংস্কৃতির ভূমিকা অপরিসীম। বলা হয়ে থাকে একটি রাষ্ট্রকে ধ্বংস করতে চাইলে আগে তার সংস্কৃতিকে ধ্বংস করো। কিছু অপসংস্কৃতির ছোবল আমাদের হাজার বছরের গৌরবোজ্জ্বল সংস্কৃতিকে আজ হত্যা করতে বসেছে। আবার আমাদের বাঙালি সংস্কৃতির মধ্যে ঢুকে পড়েছে মিথস্ক্রিয়া। হিন্দি, ওয়েস্টার্ন আর আকাশ সংস্কৃতির বদৌলতে আমাদের দেশীয় সংস্কৃতি আজ মৃতপ্রায়। আমাদের মায়েরা একদিকে যেমন দেশীয় চ্যানেলের পরিবর্তে সারাদিন মেতে আছেন স্টার জলসা, স্টারপ্লাস, জি বাংলা নামক চ্যানেল নিয়ে তেমনি সন্তানের হাতে অল্প বয়সে তুলে দিচ্ছেন ট্যাব, মোবাইল, ল্যাপটপ। যার স্পর্শে আপনার সন্তান দিনের পর দিন গুগল, ইউটিউব আর ফেসবুকে বসে অশ্লীল সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হচ্ছে আর অসৎ বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে প্রতিটি মুহূর্তে সর্বনাশ করছে নিজের ভবিষ্যৎ।শুধু মা-বাবাই নন, মানুষ গড়ার কারিগর শিক্ষকদের নৈতিক অধঃপতন ও আজ কোমলমতি শিশুদের ভবিষ্যৎ শিক্ষা ও নৈতিকভাবে বেড়ে ওঠার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। পরীক্ষার খাতায় বেশি নম্বর কিংবা অন্য কোনোভাবে লোভ দেখিয়ে ছাত্রছাত্রীদের মগজ ধোলাই করে কিছু কিছু শিক্ষক ছাত্রীদের সঙ্গে গড়ে তুলছেন অবৈধ সম্পর্ক আবার কেউ কেউ ছাত্রদের নিয়ে যাচ্ছেন কুপথে। গুলশানের জঙ্গি হামলা ও কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানে ছাত্রী ধর্ষণে সে প্রমাণ মেলে। তাই শুধু যে ইংরেজি শিক্ষাই একটি ছাত্র কিংবা সন্তানের জন্য মঙ্গলকর হবে সেটা ভুলে বাবা মায়ের উচিত সন্তানকে স্কুল কিংবা ভার্সিটিতে দেয়ার আগে সে প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে ভালোভাবে খোঁজখবর নেয়া। মাঝে মাঝে সন্তানের মঙ্গলের জন্য বাবা-মার উচিত প্রতিষ্ঠানে যাওয়া এবং সন্তানের বন্ধুদের সম্পর্কে ভালোভাবে খোঁজ খবর নেয়া।

বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় যৌথ পরিবার প্রায় বিলুপ্ত। ফলে আমাদের মনমানসিকতা, চলাফেরা অনেক বেশি সংকীর্ণ। বৈশ্বিক অর্থনৈতিক দুরবস্থা, আত্মকর্মসংস্থানের অভাব, আধুনিক জীবনের হাতছানির কারণে পরিবারগুলো দিনে দিনে ছোট ছোট আকারে বিভক্ত হচ্ছে। ব্যক্তিগত সুবিধার কারণেও তৈরি হচ্ছে ছোট পরিবার। যৌথ পরিবারে থাকার সুবিধা হচ্ছে সবাই মিলে সবকিছু ভাগাভাগি করা যায়, সুখে দুঃখে পরস্পরের পাশে থাকা যায়। ফলে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, সৌহার্দ্য, সহমর্মিতা ও ভালোবাসার দৃঢ় বন্ধনের মাধ্যমে পরিবারে মানুষ সমাজের সর্বোচ্চ সুবিধা ভোগ করে থাকে। ফলে নানারকম নিষ্ঠুরতা, অবহেলা, সহিংসতাপূর্ণ প্রতিকূল পরিবেশও পারিপার্শ্বিকতা একটা শিশুর মধ্যে যে মানসিক জটিলতা ও প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে তা থেকে অনেকটাই রক্ষ পেতে পারে শিশুরা ।প্রতিটি বাবা-মাই তার সন্তানকে নিয়ে স্বপ্ন দেখেন। দেখা যায় যেসব পরিবার সন্তানের প্রতি উদাসীন, পারিবারিক বোঝাপড়া কম, দায়িত্ব কর্তব্যবোধ নেই সেসব পরিবারের সন্তান উচ্ছৃঙ্খল ও অনৈতিক জীবনযাপন করাসহ সমাজে নানা সমস্যা সৃষ্টি করছে। যাদের বেশির ভাগই ধনী কিংবা দরিদ্র ও বস্তিবাসী। প্রত্যেক বাবা-মায়েরই কর্তব্য হলো শিশুর সুস্থ মানসিক বিকাশ সাধনের সঙ্গে সঙ্গে নৈতিক চরিত্র গঠনের দিকে লক্ষ্য রাখা।

দাদাগিরি নয় !

বাণিজ্যচুক্তি নিয়ে টানাপড়েনের সময় ওয়াশিংটনে দাঁড়িয়ে মার্কিন প্রশাসনকে স্পষ্ট জানিয়েছিলেন অজিত ডোভাল

নয়াদিল্লি ঃ আমেরিকার 'দাদাগিরি' সহ্য করবে না ভারত! ওয়াশিংটনে গিয়ে মার্কিন বিদেশসচিব মার্কো রুবিয়োকে এমনই জানিয়ে এসেছিলেন ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল। শুধু তা-ই নয়, দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যচুক্তি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের 'হুমকি'র মুখে করবে না ভারত, তা-ও বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। ডোভাল জানিয়ে এসেছিলেন, ট্রাম্পের মেয়াদ শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে ইচ্ছুক ভারত।

গত সেপ্টেম্বরে আমেরিকায় রুবিয়োর সঙ্গে বৈঠক করেন ডোভাল। সেই বৈঠকে কী কী নিয়ে আলোচনা হয়েছে, তা নিয়ে সর্বসমক্ষে কেউই মুখ খোলেনি। ভারত-আমেরিকার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের টানাপড়েনের মধ্যে বাণিজ্যসমঝোতার বিষয়টি প্রকাশ্যে এসেছে। সেই আবহে প্রায় পাঁচ মাস পর ডোভাল-রুবিয়ো বৈঠকের বিষয় নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করল ব্লুমবার্গ। সেই প্রতিবেদনেই ভারতের অবস্থান নিয়ে ডোভালের বক্তব্য প্রকাশ্যে এল। যদিও এই প্রতিবেদন সম্পর্কে ভারত বা আমেরিকা কোনও পক্ষই আনুষ্ঠানিক কোনও প্রতিক্রিয়া দেয়নি।

ব্লুমবার্গের প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, সেপ্টেম্বরের ওই বৈঠক সম্পর্কে ওয়াকিবহাল এমন কর্তাদের সঙ্গে কথা বলা হয়েছে। সেই কথোপকথনেই জানা গিয়েছে ডোভাল-রুবিয়োর মধ্যে হওয়া বৈঠকের কিছু বিষয়। প্রতিবেদন অনুযায়ী, ওই বৈঠকে মার্কিন প্রশাসনের কাছে ভারতের অবস্থান স্পষ্ট করে দিয়ে এসেছিলেন ডোভাল। কোনও অবস্থাতেই নিজেদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করে আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্যচুক্তি করবে না ভারত, তা-ও বুঝিয়ে দিয়ে এসেছিলেন তিনি। রুবিয়োকে ডোভাল বলেন, কোনও অবস্থাতেই ট্রাম্প বা তাঁর শীর্ষ সহযোগীদের 'দাদাগিরি' মেনে নেওয়া হবে না। এমনকি, ট্রাম্পের মেয়াদ শেষ হওয়া অবধিও যদি অপেক্ষা করতে হয়, তা-ও করতে পারে ভারত!সেপ্টেম্বরের গোড়ার দিকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং এবং রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে একমঞ্চে দেখা গিয়েছিল। তা নিয়ে নিজের ক্ষোভ, হতাশা লুকোননি ট্রাম্প। সেই সময়ই ওয়াশিংটনে ডোভাল-রুবিয়ো বৈঠকটি হয়। ওই বৈঠকের পাঁচ মাস কেটে গিয়েছে। নানা শর্তে আটকে ছিল ভারত এবং আমেরিকার বাণিজ্যচুক্তি। বার বার আলোচনার টেবিলে বসেন দুই দেশের আধিকারিকেরা। আদৌ ওই চুক্তি হবে কি না, তা নিয়েই সংশয় দেখা গিয়েছিল জনমানসে। সেই আবহে আচমকাই বাণিজ্যচুক্তির ঘোষণা করেন ট্রাম্প। মোদীর সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলার পরে গত সোমবার রাতে (ভারতীয় সময়) মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যসমঝোতার কথা জানান। ভারতীয় পণ্য শুল্ক ২৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১৮ শতাংশ করা হবে বলে জানান তিনি। মোদী সোমবার রাতে সমাজমাধ্যমে এবং মঙ্গলবার সকালে এনডিএ-র বৈঠকে চুক্তির জন্য উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন মোদী। তবে কবে বাণিজ্যচুক্তি স্বাক্ষর হবে, তা এখনও জানা যায়নি। তার মধ্যে ডোভাল-রুবিয়োর বৈঠকের বিষয়টি প্রকাশ্যে এল।

'খামেনেইয়ের চিন্তিত হওয়া উচিত'! পরমাণুচুক্তি নিয়ে আলোচনা শুরুর আগে আবার ইরানকে হুঁশিয়ারি দিলেন ট্রাম্প

নয়াদিল্লি ঃ আবার পরমাণুচুক্তি নিয়ে ইরানের সঙ্গে আলোচনার টেবিলে বসছে আমেরিকা। শুক্রবার থেকে ওমানে শুরু হবে সেই আলোচনা। তবে সেই পরিস্থিতিতেও ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতোল্লা আলি খামেনেইকে হুঁশিয়ারি দিয়ে রাখলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি জানান, অবশ্যই খামেনেইয়ের চিন্তিত হওয়া উচিত! পরমাণুচুক্তি নিয়ে ইরানের সঙ্গে আমেরিকার টানাপড়েন চলছেই। ট্রাম্প বার বার দাবি করেন, ইরানকে সমঝোতা করতে হবে। যদিও ইরান প্রতিবারই স্পষ্ট জানিয়ে আসছে, ট্রাম্পের হুঁশিয়ারির সামনে মাথা নত করবে না। বরং নিজেদের শর্তে আলোচনা করতে প্রস্তুত। এই দুই দেশের মধ্যে টানাপড়েন লেগে ছিল। সম্প্রতি ইরানে শুরু হওয়া গণবিক্ষোভ এবং তা নিয়ে ইরান কর্তৃপক্ষকে ট্রাম্পের হুঁশিয়ারি সবমিলিয়ে দু'দেশের সম্পর্ক আরও তলানিতে চলে যায়। তবে পশ্চিম এশীয় বেশ কয়েকটি দেশের উদ্যোগে আবার দুই দেশ পরমাণুচুক্তি নিয়ে আলোচনায় রাজি হয়েছে। সংবাদসংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, শুক্রবার থেকে পশ্চিম এশিয়ার দেশ ওমানে ওই বৈঠক বসতে চলেছে। ট্রাম্পের বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ এবং ইরানের বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচির আলোচনায় থাকতে পারেন বলে মনে করা হচ্ছে। তবে তার মধ্যেও খামেনেইয়ের বিরুদ্ধে সুর নরম করতে রাজি নন ট্রাম্প। এক সাংবাদিক সম্মেলনে ট্রাম্পকে জিজ্ঞাসা করা হয়, খামেনেইয়ের কি এখনও চিন্তিত হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে? সেই প্রশ্নের জবাবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, "আমি এটাই বলব ওঁর (খামেনেইয়ের) খুব চিন্তিত হওয়া উচিত। অবশ্যই হওয়া উচিত।"আমেরিকা চায় ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ-সহ যাবতীয় পরমাণু কর্মসূচি 'সম্পূর্ণ বন্ধ' করে দিক ইরান। কিন্তু ওয়াশিংটনের সেই দাবি এখনও পর্যন্ত মানতে নারাজ তেহরান। ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা খামেনেই এবং প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেকশিয়ানকে ইতিমধ্যেই ট্রাম্প হুমকি দিয়ে রেখেছেন, পরমাণু চুক্তিতে সই না করলে সামরিক আগ্রাসনের মুখোমুখি হতে হবে। দুই দেশের মধ্যে চাপানউতর রয়েছে। ইরানের হামলা চালাতে পারে আমেরিকা, এমন সম্ভাবনাও তৈরি হয়। ইরানও পাল্টা সতর্ক করে আমেরিকাকে। জানিয়ে দেয়, খামেনেইয়ের উপর হামলা হলে, সেটা যুদ্ধ হিসাবেই দেখবে তারা। তবে সেই আবহে আলোচনা শুরু হচ্ছে ওমানে। যদিও ট্রাম্পের হুঁশিয়ারি বৈঠকে প্রভাব ফেলতে পারে বলে মনে করছেন অনেকে। তাঁদের মতে, বৈঠক শুরু হওয়ার আগে বা শুরুতেই ভেস্তে যেতে পারে।

নাবালিকাকে গণধর্ষণে অভিযুক্ত ছয় নাবালক !

প্রাপ্তবয়স্কের জন্য তৈরি ভিডিয়ো দেখেই প্রভাবিত হয় কিশোরেরা, জানাচ্ছে পুলিশ

নয়াদিল্লি ঃ নাবালিকাকে গণধর্ষণের অভিযোগ উঠল ছয় নাবালকের বিরুদ্ধে। ওড়িশার বোলাঙ্গির জেলার ওই ঘটনায় ছ'জনকেই পাকড়াও করেছে পুলিশ। ছ'জনই নাবালিকার পূর্বপরিচিত। পুলিশ জানাচ্ছে, ওই নাবালকেরা মোবাইলে প্রাপ্তবয়স্কদের কোনও ভিডিয়ো দেখেছিল। তার পরেই চড়াও হয় নাবালিকার উপরে। ধৃতদের হোমে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছে জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ড।

ঘটনাটি ঘটেছিল প্রায় দেড় মাস আগে। তবে এত দিন বিষয়টি প্রকাশ্যে আসেনি। সম্প্রতি নাবালিকার উপরে ওই নির্যাতনের ভিডিয়ো সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। এর পরেই গত মঙ্গলবার থানায় গিয়ে অভিযোগ জানায় ১৫ বছর বয়সি ওই কিশোরীর পরিবার। পরিবারের অভিযোগের প্রেক্ষিতে ছয় জনকেই আটক করা হয়।

জানা যাচ্ছে, গত ২৭ ডিসেম্বর নবম শ্রেণির ওই ছাত্রী কোচিং থেকে বাড়ি ফিরছিল। সেই সময়েই এই ঘটনা ঘটে। নাবালিকাকে একটি নির্জন এলাকায় ডেকে নিয়ে গিয়ে গণধর্ষণ করা হয় অভিযোগ। ঘটনায় মূল অভিযোগ ১৭ বছর বয়সি এক কিশোরের বিরুদ্ধে। জানা যাচ্ছে, বাকি অভিযুক্তদেরও বয়স ১৪-১৬ বছরের মধ্যে। নাবালিকাকে ধর্ষণের সময়ে সেই দৃশ্য ক্যামেরাবন্দি করে রাখা হয়েছিল বলে অভিযোগ। তাকে হুমকি দেওয়া হয়েছিল, ঘটনার কথা যেন বাবা-মাকে না জানায়। ঘটনাটি জানাজানি হলে ওই ভিডিয়ো ফাঁস করে দেওয়া হবে, এমন হুমকিও দেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ।

পুলিশের অনুমান, সম্ভবত সেই কারণেই প্রথমে বাড়িতে কিছু জানায়নি নির্যাতিতা। পরে ওই ভিডিয়ো সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে পুলিশের দ্বারস্থ হয় পরিবার। ওই অভিযোগ পাওয়ার পরে ইতিমধ্যে ছ'জনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। একটি মোবাইলও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। পুলিশের দাবি, সেটিতে বেশ কিছু 'সংবেদনশীল তথ্যপ্রমাণ' রয়েছে। অনুমান করা হচ্ছে, নির্যাতনের দৃশ্য ক্যামেরাবন্দি করার জন্য ওই মোবাইলটিই ব্যবহার হয়েছিল। বোলাঙ্গিরের আইজি (নর্দার্ন রেঞ্জ) হিমাংশু লাল বলেন, "আমরা সব অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছি।" অভিযুক্ত নাবালকেরা মোবাইলে কোনও প্রাপ্তবয়স্কদের ভিডিয়ো দেখে এই কাণ্ড ঘটিয়েছে বলে জানান আইজি। তাঁর কথায়, সেটি ছিল অপরাধের মূল কারণ। জেলার পুলিশ সুপার অবিনাশ জি জানান, গোটা ঘটনার মূল পরিকল্পনাকারী ১৭ বছর বয়সি এক কিশোর। তিনি বলেন, "বিচারের সময়ে ওই মূল অভিযুক্তকে প্রাপ্তবয়স্ক হিসাবে গণ্য করার জন্য আমরা আদালতকে অনুরোধ করব।" পরিবারের অভিযোগের পরে নির্যাতিতার বয়ান সংগ্রহ করেছে পুলিশ। তাঁর মেডিক্যাল পরীক্ষার ব্যবস্থাও করা হয়েছে।

শাহের সফরের আগেই জম্মু ও কাশ্মীরে নিকেশ তিন জইশ সদস্য

নয়াদিল্লি ঃ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সফরের আগেই জম্মু ও কাশ্মীরের কিশওয়ার ও উধমপুর জেলায় নিরাপত্তাবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে মৃত্যু হল তিন জন জইশ-ই-মহম্মদ সদস্যের। যা বড় সাফল্য বলেই মনে করছে বাহিনী। বুধবার সকালে উধমপুর জেলার একটি গুহাতে আটকে পড়া দুই জইশ কমান্ড্যান্টের মৃত্যু হয়েছে। ওই দিন সন্ধ্যাতেই কিশওয়ারে তুষারাবৃত চাতরু অঞ্চলে গুলির লড়াই চালাতে গিয়ে এক জইশ সদস্য নিহত হয়। বৃহস্পতিবার তিন দিনের সফরে জম্মু-কাশ্মীরে যাচ্ছেন শাহ। তার আগে বুধবার বিকেলে কাউন্টার ইনসার্জেন্সি ফোর্স ডেল্টা, হোয়াইট নাইট কোর, জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ, সিআরপিএফ যৌথ অভিযান চালায়। জানা গিয়েছে, গোয়েন্দা সূত্রে কিশওয়ারের দুর্গম দিছড়ে অঞ্চলে ফের জঙ্গি আনাগোনার খবর পেয়েই এই অভিযান চালায় বাহিনীয় আর তাতেই আসে সাফল্য। হোয়াইট নাইট কোর সমাজমাধ্যমে জানিয়েছে, অভিযান এখনও চালানো হচ্ছে। বাহিনী সূত্রে খবর, মঙ্গলবার উধমপুরে অভিযান চালানোর সময়ে রুবানি ওরফে আবু মাভিয়া ও তার ঘনিষ্ঠ সহযোগী জুবায়ের একটি গুহায় আটকে ছিল। বাহিনীর সঙ্গে তাদের প্রায় ২০ ঘণ্টা ধরে গুলির লড়াই চলে।

ঝাঁকে ঝাঁকে ছুটে এল মৌমাছি

২০টি শিশুর মাঝে ঢাল হয়ে দাঁড়িয়ে হুলের বিষে মারা গেলেন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী

নয়াদিল্লি ঃ ২০ জন শিশুর প্রাণরক্ষা করতে গিয়ে প্রাণ খোয়ালেন অঙ্গনওয়াড়ির রাঁধুনি। একঝাঁক মৌমাছির আকস্মিক আক্রমণ থেকে শিশুদের বাঁচাতে গিয়ে কামড় খেয়ে মারা গেলেন কাঞ্চন বাই মেঘওয়াল নামের তরুণী। সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুসারে সোমবার মধ্যপ্রদেশের নিমুচ জেলার রণপুর গ্রামের অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে এই ঘটনাটি ঘটেছে। মর্মান্তিক ঘটনাটি একাধিক এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করা হয়েছে।

এক্সের পোস্টে বলা হয়েছে, গত ২ ফেব্রুয়ারির বিকেলে রণপুর গ্রামের অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের বাইরে রোজকার মতো খেলছিল শিশুরা। হঠাৎ করেই মৌমাছির একটি বিশাল ঝাঁক ধেয়ে আসে। শিশুদের মৌমাছির হুল থেকে রক্ষা করতে ছুটে আসেন ৪০ বছর বয়সি কাঞ্চন। কাঞ্চন মধ্যপ্রদেশের মাদাভাদা পঞ্চায়েতের এক জন অঙ্গনওয়াড়ি রাঁধুনি ছিলেন। মৌমাছিদের আক্রমণের সামনে ঢাল হয়ে দাঁড়ান তিনি। নিজের জীবন বিপন্ন করেও ২০টি বাচ্চাকে সুরক্ষা দিয়েছিলেন তিনি। দ্রুত শিশুগুলিকে একে একে ত্রিপল, মাদুর দিয়ে মুড়িয়ে এবং নিজের শরীর দিয়ে তাদের আড়াল করে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের ভিতরে নিয়ে যান। ঝাঁকে ঝাঁকে মৌমাছি ছুটে এসে কাঞ্চনের শরীরে হুল ফোটাতে থাকে। স্থানীয় গ্রামবাসীরা খবর পেয়ে যখন ঘটনাস্থলে পৌঁছোন, তত ক্ষণে মৌমাছির কামড়ে কাঞ্চন অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন। তাঁকে দ্রুত স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু চিকিৎসকদের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। মধুকরের হুলের বিষে মারা যান কাঞ্চন।কাঞ্চন পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ছিলেন বলে জানা গিয়েছে। তাঁর পরিবারে স্বামী ও তিন সন্তান রয়েছে। কাঞ্চনের স্বামী পক্ষাঘাতে পঙ্গু। রাঁধুনির চাকরি করে মাসে মাত্র ৪ হাজার ২৫০ টাকা আয় করতেন কাঞ্চন। তাঁর মৃত্যুতে অথৈ জলে পড়ল সংসার বলে মনে করছেন গ্রামবাসীরা।পোস্টটি সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হওয়ার পর কাঞ্চনের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন নেটাগরিকেরা। তাঁর পরিবারের সদস্যদের সহায়তার জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য আবেদন জানিয়েছেন নেটমাধ্যম ব্যবহারকারীদের একাংশ। সমবেত ভাবে অর্থ জোগাড় (ক্রাউড ফান্ডিং) করে কাঞ্চনের পরিবারের হাতে তুলে দেওয়ার কথাও জানিয়েছেন তাঁরা। এক সমাজমাধ্যম ব্যবহারকারী মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদবকে ট্যাগ করে লিখেছেন, "দয়া করে এই পরিবারকে সহায়তা করুন।"

কর্মক্ষেত্রে যৌন হেনস্থা প্রতিরোধ আইনের সুবিধা মহিলা রাজনৈতিক নেতা-কর্মীরা পাবেন?

নয়াদিল্লি ঃ রাজ্যসভায় সাংসদ স্বাতী মালিওয়াল প্রশ্ন তুলেছিলেন কর্মক্ষেত্রে যৌন হেনস্থা প্রতিরোধের যে আইন সেই আইনের সুবিধা রাজনৈতিক দলগুলির নেত্রী, কর্মী ও সদস্যেরা পাবেন কি না। তবে মহিলা ও শিশুকল্যাণ মন্ত্রক তার উত্তরে সরাসরি 'হ্যাঁ' বা 'না' বলল না।

রাজনৈতিক দলের মহিলাদের 'কর্মচারী' হিসাবে কোনও উল্লেখ থাকে না দাবি করে সাংসদ লিখেছিলেন, 'বাধ্যতামূলক' অভ্যন্তরীণ অভিযোগ কমিটি না থাকার জন্য অনেক মহিলা যৌন হেনস্থার ঝুঁকিতে থাকেন। তাঁর প্রশ্ন, "এই কথা কি সরকার জানে?"

তাঁর আরও প্রশ্ন, যৌন হেনস্থা প্রতিরোধ আইনে নারীদের সুরক্ষা দেওয়ার বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে নির্বাচন কমিশন কোনও আলোচনা করেছে কি না। সুরক্ষার জন্য সরকারের তরফে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কি না, সেই প্রশ্নও তোলেন তিনি। তার উত্তরে মহিলা ও শিশু কল্যাণমন্ত্রী কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ আইনের উল্লেখ করে জানান, কাজের জায়গায় যৌন হেনস্থা নারীদের জীবন, স্বাধীনতা ও সমতার মৌলিক অধিকারকে লঙ্ঘন করে। নারীদের কাজে যোগ দেওয়ার অন্যতম প্রধান অন্তরায় এই ধরনের পরিবেশ। কাজের জগতে এই পরিস্থিতির কারণেই নারী উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে বিভিন্ন প্রতিকূলতা আসে। তিনি জানান, এই ধরনের হয়রানি মোকাবিলা করার জন্য যৌন হেনস্থা প্রতিরোধ আইন রয়েছে। যার আওতায় সরকারি বা বেসরকারি, সংগঠিত বা অসংগঠিত-সমস্ত কর্মক্ষেত্রের যে কোনও বয়সের নারীরাই আসেন।

'কর্মক্ষেত্র' বলতে চাকরি, ব্যবসা, বিনোদন, শিল্প, পরিষেবা বিভিন্ন ক্ষেত্রের কথা উল্লেখ করলেও মন্ত্রী 'রাজনৈতিক দল' শব্দ উল্লেখ করেননি। এই প্রসঙ্গে ২০২২ সালের কেরল হাই কোর্টের রায় উল্লেখ করেন মন্ত্রী। ওই রায় অনুযায়ী, রাজনৈতিক দলগুলির সদস্যেরা নিয়োগকর্তা বা কর্মচারী সম্পর্কে আবদ্ধ নন। তাই এই ক্ষেত্র 'কর্মক্ষেত্র' নয়। বম্বে হাই কোর্টকে উদ্ধৃত করেও জানানো হয়, কর্মক্ষেত্রের সংজ্ঞায় পরিধি ইচ্ছাকৃত ভাবেই বিস্তৃত রাখা হয়েছে। যাতে সকল স্তরের নারীরা সুবিধা পান।

দিল্লির মহিলা কমিশনের প্রাক্তন প্রধান তথা রাজ্যসভার সাংসদ স্বাতী ২০২৪ সালে হেনস্থার অভিযোগ তুলেছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের ব্যক্তিগত সহকারী বিভব কুমারের বিরুদ্ধে।

বাংলাদেশে হিংসার দ্বিতীয় পর্ব: হাদি-হত্যাকাণ্ডের পর ৪৯ দিনে শুধু 'গণসন্ত্রাসেরই বলি' ১২ জন! আসন্ন ভোট শান্তিতে হবে তো?

নয়াদিল্লি ঃ শেখ হাসিনার সরকারের পতনের প্রায় দেড় বছর পর আবার অশান্ত বাংলাদেশ। ২০২৪ সালের জুলাই-অগস্ট মাসকে যদি হিংসার প্রথম পর্ব বলা যায়, তবে গত বছরের ডিসেম্বর থেকে শুরু হয়েছে তার দ্বিতীয় পর্ব। ওসমান হাদির হত্যাকাণ্ড দিয়ে যার শুরু। ফের দিকে দিকে খুন, গণসন্ত্রাসের ঘটনা চলতে থাকে। নির্ধারিত দিনে নির্বাচন আদৌ হবে কি না, নির্বাচন করার মতো পরিবেশ রয়েছে কি না, সে প্রশ্নও উঠতে শুরু করে বাংলাদেশেরই বিভিন্ন মহল থেকে। তবে শেষপর্যন্ত ভোট হচ্ছে। হচ্ছে, কিন্তু অশান্তির আশঙ্কা বুকে বয়েই। গত মাসের শেষ দিকেও একটি খুনের ঘটনা ঘটে গিয়েছে।আসন্ন নির্বাচনে অশান্তির আশঙ্কা করছে বিভিন্ন দেশ। সতর্ক আমেরিকাও। আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশে ভোট হবে। নির্বাচনের সময় সহিংস বা উগ্রপন্থী হামলা ঘটতে পারে বলে মনে করেছে আমেরিকা। দুষ্কৃতীদের নজর থাকতে পারে বিভিন্ন ধর্মীয় স্থানে, এমন সম্ভাবনার কথাও উল্লেখ করেছে তারা। বাংলাদেশে থাকা মার্কিন নাগরিকদের ইতিমধ্যে সতর্ক করে দিয়েছে ঢাকার মার্কিন দূতাবাস। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ভারতীয় দূতাবাস এবং বিভিন্ন উপদূতাবাসের সব কর্মীর পরিবারকে বাংলাদেশ থেকে দেশে ফিরে আসার পরামর্শ দিয়েছে। সাম্প্রতিক ঘটনাবলির প্রেক্ষিতে এই উদ্বেগ একেবারে অমূলক নয়। নির্বাচনের আগে হিংসাশ্রয়ী ঘটনা বাংলাদেশে নতুন নয়। গত পাঁচটি সংসদ নির্বাচনে অন্তত ১৬৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত ব্যক্তির সংখ্যা ৩ হাজার ৬৫৭ জন। বর্তমান পরিস্থিতিতে সেই আশঙ্কা আরও কয়েক গুণ বেড়েছে। নির্বাচন কমিশন ভোট ঘোষণা করার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই গুলিবিদ্ধ হন নির্বাচনের সম্ভাব্য প্রার্থী তথা ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদি। কয়েক দিন পর ১৮ ডিসেম্বর সিঙ্গাপুরে মৃত্যু হয় তাঁর। সেই ঘটনার পরই নতুন করে অশান্ত হয়ে ওঠে বাংলাদেশের নানা এলাকা। ঘটতে থাকে একটার পর একটা হত্যাকাণ্ড।ঘটনা ১ ময়মসিংহ। ১৮ ডিসেম্বর। বাংলাদেশি যুবক দীপুচন্দ্র দাসকে পিটিয়ে খুন করে একদল উন্মত্ত জনতা। হত্যার পরে দেহ আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হয়।ঘটনা ২ খুলনা। ১৮ ডিসেম্বর। আততায়ীদের গুলিতে খুন হন পেশায় সাংবাদিক ইমদাদুল হক মিলন।ঘটনা ৩ রাজবাড়ী। ২৪ ডিসেম্বর। জনরোষের মধ্যে পড়ে খুন হন অমৃত মণ্ডল। পিটিয়ে খুন করা হয় তাঁকে।ঘটনা ৪ শরীয়তপুর। ৩১ ডিসেম্বর। কোপানোর পরে জ্যান্ত পুড়িয়ে দেওয়া হয় খোকন দাসকে। তিন দিন পরে হাসপাতালে মৃত্যু হয় খোকনের।ঘটনা ৫ যশোর। ৩ জানুয়ারি। গুলি করে হত্যা করা হয় স্থানীয় বিএনপি নেতা আলমগীর হোসেনকে। মাথা লক্ষ্য করে দু'টি গুলি করা হয়েছিল তাঁকে।ঘটনা ৬ যশোর। ৫ জানুয়ারি। গুলি করে খুন করা হয় রানাপ্রতাপ বৈরাগীকে। হত্যার পরে কেটে দেওয়া হয় গলা। রানা ছিলেন পেশায় সাংবাদিক। পাশাপাশি ব্যবসাও করতেন।ঘটনা ৭ নওগাঁ। ৬ জানুয়ারি। মিঠুন সরকার নামে এক যুবককে চোর সন্দেহে ধাওয়া করে উন্মত্ত জনতা। প্রাণ বাঁচাতে খালে ঝাঁপ দেন মিঠুন। অনেক পরে উদ্ধার হয় দেহ। তিনি আদৌ চুরি করেছিলেন কি না তার কোনও প্রমাণ প্রাথমিক ভাবে পায়নি পুলিশ।ঘটনা ৮ ঢাকা। ৭ জানুয়ারি। বাজারের মধ্যে গুলি করে খুন করা হয় আজিজুর রহমান নামে এক যুবককে। তিনি স্থানীয় বিএনপি নেতা ছিলেন।ঘটনা ৯ ফেনী। ১১ জানুয়ারি। সমীরকুমার দাস নামে এক অটোচালককে খুন করে একদল দুষ্কৃতী। হত্যার পরে তাঁর অটো নিয়ে পালিয়ে যায় তারা।ঘটনা ১০ গাজীপুর। ১৭ জানুয়ারি। কলাচোর সন্দেহ তিন জন মিলে পিটিয়ে খুন করেন লিটনচন্দ্র ঘোষ নামে এক যুবককে।ঘটনা ১১ কুড়িগ্রাম। ২৬ জানুয়ারি। জমি 'দখল' আটকাতে গিয়ে বচসায় জড়ান মধুচন্দ্র শীল। ধাক্কা মেরে ফেলে দেওয়া হয় তাঁকে। মাথায় চোট লেগে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়।ঘটনা ১২ শেরপুর। ২৮ জানুয়ারি। বিএনপি এবং জামায়াতের মধ্যে সংঘর্ষে বাধে। সংঘর্ষে নিহত হন জামায়াতের স্থানীয় নেতা রেজাউল করিম।হাদির মৃত্যুর পর জায়গায় জায়গায় চলে ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ। রেহাই পায়নি সংবাদপত্রের দফতরও। হাদি-মৃত্যুর পর থেকে গত ৪৯ দিনে পড়শি দেশে 'গণসন্ত্রাস'-এর বলি হয়েছেন অন্তত ১২ জন। পড়শি দেশের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ভারতও। তবে ইউনূস সরকারের দাবি, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণেই রয়েছে। যা ঘটেছে সেগুলি বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলেই ব্যাখ্যা করছে অন্তর্বর্তী সরকার।পুলিশ কিছু ক্ষেত্রে পদক্ষেপ করেছে। গ্রেফতারও করেছে। কিন্তু বাংলাদেশি জনতার একটি অংশের মনে নির্বাচন ঘিরে চাপা ভয় রয়েই গিয়েছে। এই ১২টি ঘটনার পাশাপাশি আরও কিছু খুন এবং রহস্যমৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। গত দেড় মাসের এই ঘটনাগুলিতে বার বার প্রশ্ন উঠেছে সে দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে।আরও যে ঘটনাগুলি ঘটেছেগত ২৯ ডিসেম্বর ময়মনসিংহে কর্তব্যরত অবস্থায় গুলিবিদ্ধ হয়ে খুন হন ব্রজেন্দ্র বিশ্বাস। তিনি বাংলাদেশের আনসার বাহিনীর সদস্য। অভিযুক্তও আনসার বাহিনীর সদস্য। অভিযুক্তের দাবি, 'মজা করতে গিয়ে' গুলি চলে গিয়েছে।এর পরে ৫ জানুয়ারি নরসিংদীতে শরৎমণি চক্রবর্তী নামে এক ব্যক্তিকে কুপিয়ে খুনের অভিযোগ ওঠে। পরে অবশ্য পুলিশ দাবি করে, ব্যবসায়িক কারণেই খুন হয়েছেন তিনি। ৯ জানুয়ারি সুনামগঞ্জে বিষক্রিয়ায় মৃত্যু হয় জয় মহাপাত্রের। অভিযোগ, তাঁকে জোর করে বিষ খাওয়ানো হয়েছে। স্থানীয়দের দাবি, এটি পূর্বপরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড।১৬ জানুয়ারি রাজবাড়িতে পেট্রল পাম্পে গাড়ি চাপা দিয়ে খুন করা হয় রিপন সাহাকে। তাঁর মাথার উপর দিয়ে চালিয়ে দেওয়া হয় গাড়ি। রিপন পেট্রল পাম্পে কাজ করতেন। তেলের টাকা চাওয়াকে কেন্দ্র করে ঝামেলা বাধে ওই দিন। ঘটনায় অভিযুক্ত পেশায় ঠিকাদার। রাজবাড়ী জেলায় বিএনপি-র প্রাক্তন নেতা হিসাবেও পরিচিতি রয়েছে তাঁর।সম্প্রতি, ২৪-২৫ জানুয়ারির রাতে নরসিংদীতে গ্যারাজে ঘুমোনোর সময়ে আগুনে পুড়ে মৃত্যু হয় চঞ্চলচন্দ্র ভৌমিকের। পরিবারের দাবি, কেউ আগুন লাগিয়ে হত্যা করেছে তাঁকে। পুলিশ পরে জানায়, সিসি ক্যামেরায় এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিকে আশপাশ থেকে মোবিলমাখা কাগজ-কাপড় কুড়িয়ে এনে গ্যারেজের সামনে আগুন ধরাতে দেখা যায়। তাঁর আচার-আচরণ মানসিক প্রতিবন্ধীর মতো বলে দাবি বাংলাদেশের পুলিশের।নিরাপত্তাহীনতায় প্রশ্নশেখ হাসিনার সরকারের পতনের পরে কোন দল গড়বে সরকার? তা নিয়ে কাটাছেঁড়া শুরু হয়েছে বাংলাদেশের রাজনীতিতে। একই সঙ্গে ইতিউতি উঁকি মারছে নিরাপত্তাহীনতার উদ্বেগ। সকলে নিরাপদে ভোটকেন্দ্রে যেতে পারবেন কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। কেউ কেউ বলছেন, আসন্ন নির্বাচন হতে পারে রাজনীতির উপর তাঁদের আস্থা রাখার 'শেষ পরীক্ষা'।সম্প্রতি বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশন এবং ইউনূস সরকারের কাছে সাত দফা দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ। প্রয়োজনে সেনা নামিয়ে ভোট করানোর দাবি উঠেছে। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মনীন্দ্র কুমার নাথ সম্প্রতি 'আল জাজিরা'কে জানান, নির্বাচনের আগে সংখ্যালঘুরা গভীর নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। সকলের মধ্যেই আতঙ্ক রয়েছে বলে জানান তিনি।গত মাসেই ঢাকার মার্কিন দূতাবাস সে দেশে থাকা আমেরিকানদের কিছু সতর্কতা অবলম্বনের কথা বলেছে। জানানো হয়েছে, নির্বাচনের সময় সহিংস বা উগ্রপন্থী হামলা ঘটতে পারে। দুষ্কৃতীদের নজর থাকতে পারে বিভিন্ন ধর্মীয় স্থান। সেই সব বিষয় মাথায় রেখে মার্কিন নাগরিকদের সতর্কতা অবলম্বন করতে বলা হয়েছে। এ-ও জানানো হয়েছে, শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ থেকে অশান্তি ছড়িয়ে পড়তে পারে। কোনও ধরনের সভা-সমাবেশ থেকে দূরে থাকার জন্য মার্কিন নাগরিকদের পরামর্শ দিয়েছে তাদের দূতাবাস। এমনকি ভোটের সময়ে সে দেশে সাংবাদিকেরা কতটা নিরাপদ থাকবেন, তা নিয়েও চিন্তিত রাষ্ট্রপুঞ্জের শাখা সংগঠন ইউনেস্কো। ডিসেম্বরে ঢাকায় সংবাদপত্রের দফতরে তাণ্ডব এবং অগ্নিসংযোগের ঘটনার প্রেক্ষিতে এই শঙ্কা দানা বেঁধেছে ইউনেস্কোর। রাষ্ট্রপুঞ্জের বিশেষ দূত আইরিন খানও সম্প্রতি জানিয়েছেন, ভোটের আগে জনরোষকে 'হাতিয়ার' হিসাবে ব্যবহার করা এক উদ্বেগের বিষয়। এই চাপা উত্তেজনা এবং দুশ্চিন্তার মাঝেই আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি ভোটগ্রহণ হবে বাংলাদেশে।

হকার উচ্ছেদ এর নামে নাটক চালাচ্ছে পুরো নিগম — অমল চক্রবর্তী

খবরে প্রতিবাদ, ৫ ফেব্রুয়ারি।। রাজধানীর বুকে কদিন বাদে বাদেই টাস্ক ফোর্স দিয়ে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী দের উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়। এক পক্ষ উচ্ছেদ করে, অপর পক্ষ আবার হকারদের এনে পথে বসিয়ে দেয়। এগুলো কেবল নাটক মাত্র। আগরতলা পুরো নিগম কর্তৃক চলমান উচ্ছেদ অভিযান নিয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে এভাবেই কড়া ভাষায় পুরো নিগম ও রাজ্য বিজেপি সরকার কে বিঁধলেন সিটু নেতা তথা শ্রমিক আন্দোলনের একজন নেতৃত্ব অমল চক্রবর্তী। বাম রাজনীতি তে অমল চক্রবর্তী একটি উল্লেখযোগ্য নাম। বর্তমানে সিআইটিইউ রাজ্য কমিটির গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে আসীন অমল চক্রবর্তী বরাবরই শ্রমজীবী মানুষ দের জন্যে আওয়াজ তুলে যান। সাম্প্রতিক কালে শহরের বুকে যে উচ্ছেদ অভিযান চলছে সেই নিয়ে উনার প্রতিক্রিয়া নিয়ে যায় খবরে প্রতিবাদ সংবাদ পত্রের সংবাদ প্রতিনিধি। তখনি উনি রাজ্য বিজেপি সরকারের উদ্দেশ্যে এক গুচ্ছ প্রশ্ন উথহাপন করে তাদের কাছে জবাব চান। বিজেপি সরকার এই ৮ বছরে হকার দের স্বার্থে কিছুই করেনি। উচ্ছেদ এর নামে নাটক চালাচ্ছেন তারা। মূলত এটা তাদেরই গোষ্ঠী কোন্দলের বহিঃ প্রকাশ। এই উচ্ছেদ এর মাঝেই তাদের মাফিয়াগিরি লুকিয়ে আছে। মণ্ডল নেতাদের পয়সা দিয়ে ব্যবসায়ীরা ব্যবসা করছে। আবার অন্য পক্ষ কে অর্থ দিয়ে আরেক দল হকার সেই পথে বসে যায়। এভাবেই দীর্ঘদিন যাবত চলছে , বলেন তিনি। ফুটপাত থেকে অবৈধ দখল বলে একদিকে যখন হকার দের সরানো হয় তখন অন্যদিকে খাস জমিতে মাথা উচু করে দাড়িয়ে থাকে বিজেপির পার্টি অফিস। কিন্তু এই নিয়ে কেন কেউ কিছু বলেনা , প্রশ্ন তুললেন শ্রী চক্রবর্তী। বিজেপি সরকারের আমলে শিক্ষা ব্যবস্থা, কৃষি ব্যবস্থা, বেকারত্ব সমস্যা গগনচুম্বী আকার নিয়েছে। কিন্তু এরা ব্যস্ত গোষ্ঠী কোন্দল নিয়ে। হকার উচ্ছেদ করতে গেলে আগে তাদের বিকল্প ব্যবস্থা করে দিতে হয়। কিন্তু বর্তমান সরকার তা করেনি। এই নিয়েও তীব্র সমালোচনা করেন অমল চক্রবর্তী। এই সরকার কে জনবিরোধী, গরীব বিরোধী সরকার বলে আখ্যায়িত করেছেন তিনি। ততসঙ্গে মনরেগা বাতিল এর বিরোধিতায় আগামী ১২ই ফেব্রুয়ারি যে ধর্মঘট ডাকা হয়েছে তার সমর্থন করে দিকে দিকে মানুষ কে ভয় ভীতি উপেক্ষা করে এগিয়ে আসার ও আহবান জানান তিনি।

এপার্টমেন্ট থেকে দামী বাইক চুরি

খবরে প্রতিবাদ, ৫ ফেব্রুয়ারি।। রামনগর ২ নম্বর রোডে ফের চাঞ্চল্য। একটি অ্যাপার্টমেন্টের সামনে থেকে দামী বাইক চুরির ঘটনা ঘিরে এলাকায় তীব্র উদ্বেগ ছড়িয়েছে। জানা গেছে, গতকাল রাতে বাইকের মালিক তার বাইকটি অ্যাপার্টমেন্টের নিচে স্বাভাবিকভাবেই পার্ক করে রাখেন। কিন্তু আজ সকালে উঠে তিনি দেখতে পান বাইকটি উধাও। পরবর্তীতে অ্যাপার্টমেন্টে লাগানো সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখা হলে স্পষ্টভাবে দেখা যায়, তিনজন চোর পরিকল্পিতভাবে এসে বাইকটি নিয়ে পালিয়ে যায়। চুরির পুরো ঘটনাই ধরা পড়েছে সিসিটিভি ক্যামেরায়। এই ঘটনার পর এলাকাবাসীর মধ্যে নিরাপত্তা নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন উঠেছে। বিশেষ করে রাত্রিকালীন নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও পশ্চিম থানার পুলিশের টহলদারি কতটা কার্যকরতা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন স্থানীয়রা। তাঁদের দাবি, নিয়মিত ও দৃশ্যমান টহল থাকলে এ ধরনের চুরির ঘটনা অনেকটাই রোখা যেত। বাইকের মালিক ইতিমধ্যেই পশ্চিম থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সিসিটিভি ফুটেজের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে এবং চোরদের শনাক্ত করার চেষ্টা চলছে। এখন দেখার, কত দ্রুত চুরি যাওয়া দামী বাইকটি উদ্ধার করা যায় এবং অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করতে পারে পুলিশ।

ইউজিসির উদ্দেশ্যে রোহিত এক্ট চালুর দাবী জানালো এসএফআই

খবরে প্রতিবাদ, ৫ ফেব্রুয়ারি।। ভারতের ছাত্র ফেডারেশান ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে রোহিত এক্ট চালুর দাবীতে বৃহস্পতিবার এক বিক্ষোভ কর্মসূচীর আয়োজন করে। মূলত ইউজিসির উদ্দেশ্যে রোহিত আইন চালুর দাবী জানায় ভারতের ছাত্র ফেদারেশান তথা এসএফআই ও টিএসইউ। বিগত ১৩ই জানুয়ারি ২০২৬ ইউজিসি কর্তৃক একটি নোটিশ জারি হয়। যার মধ্যে দিয়ে জাত পাট ধর্ম বর্ণের নিরিখে ভেদাভেদ এবং এই জনিত বিভিন্ন সমস্যা নিরসনের জন্যে সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইওসিস গঠনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে দিয়ে শিক্ষাঙ্গনে জাতিগত কিংবা বর্ণ ধর্মের বিভেদ কে কেন্দ্র করে কাউকে নিরাতিত হতে হবেনা। সবাই সমান অধিকার সমান সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে পারবেন। ইউজিসি র এই সিদ্ধান্ত কে কুর্নিশ জানায় এসএফআই। ভারতে বিভিন্ন সময় ভেদাভেদ এর কারনে বহু ছাত্র অকালে প্রান হারিয়েছে। তার মধ্যে একজন ছিল ত্রিপুরার এঞ্জেল চাকমা। এধরনের নিষ্পাপ প্রান যাতে ঝরে না পরে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাতে সুস্থ মানসিকতা নিয়ে নিজেদের ভবিষ্যৎ গঠনে সকলে পড়াশুনা করতে পারে তা সুনিশ্চিত করবে ইউজিস্যার এই নয়া গাইডলাইন। তবে এর আওতায় যাতে রোহিত এক্ট চালু করা হয় সেই আর্জি জানিয়েছে এসএফআই। এর আগেও বহুবার এই দাবী জানানো হয়েছে। টাই এই দাবী অনতিবিলম্বে পূর্ণ করার ডাক দিয়ে দুদিন ব্যাপী প্রতিবাদ কর্মসূচীর ডাক দিয়েছে এসএফআই টিএসইউ। তারই প্রতীকী কর্মসূচী হিসেবে বৃহস্পতিবার সন্ধায় এক প্রতিবাদ কর্মসূচীর ডাক দেওয়া হয়। সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক সৃজন দেব গোটা বিষয় নিয়ে অবগত করেন।

তপশিলী জাতিভুক্ত মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের ড. বি আর আম্বেদকর মেধা পুরস্কার প্রদান

খবরে প্রতিবাদ, ৫ ফেব্রুয়ারি।। *দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা কল্যাণ আধিকারিক কার্যালয়ের উদ্যোগে গতকাল বিলোনীয়ার বি কে আই স্কুলের হল ঘরে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জেলার তপশিলী জাতিভুক্ত মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ড. বি আর আম্বেদকর মেধা পুরস্কার ও সার্টিফিকেট বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত বলেন, তপশিলী জাতিভুক্ত ছাত্রছাত্রীদের বেশী করে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করতে এই মেধা পুরস্কার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। তিনি ছাত্রছাত্রীদের ড. বি আর আম্বেদকরের জীবনী পাঠ করার পরামর্শ দেন যাতে করে তার আদর্শ অনুসরণ করে তারা অগ্রসর হতে পারে। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিলোনীয়া পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন নিখিল চন্দ্র গোপ, অতিরিক্ত জেলাশাসক মহঃ হাবিজ উদ্দিন, বিলোনীয়া মহকুমা শাসক দেবাশীষ দাস প্রমুখ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন জেলা কল্যাণ আধিকারিক পারেন্দ্র দাস। সভাপতিত্ব করেন বিলোনীয়া পুর পরিষদের এসসি সাবকমিটির চেয়ারম্যান সুভাষ দাস। অতিথিগণ ২৮ জন ছাত্রছাত্রীদের হাতে সার্টিফিকেট তুলে দেন। উল্লেখ্য ড. বি আর আম্বেদকর মেরিট অ্যাওয়ার্ড রাজ্য প্রকল্পে যেসকল তপশিলী জাতিভুক্ত ছাত্রছাত্রী ষষ্ঠ থেকে অষ্টম, নবম, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের বার্ষিক বা চূড়ান্ত পরীক্ষায় ৬০ শতাংশ বা তার বেশি নম্বর অর্জন করে তারা এই পুরস্কার পেয়ে থাকে। এই প্রকল্পে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ১২০০ টাকা, নবম শ্রেণী ৭০০ এবং মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরে ১৬০০ টাকা করে পুরস্কৃত করা হয়। তপশিলী জাতি সম্প্রদায়ভুক্ত ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার ক্ষেত্রে উৎসাহ প্রদান এবং তাদের কৃতিত্বকে সম্মান জানানোর উদ্দেশ্যে এই প্রকল্প চালু হয়েছে এবং তা রাজ্য সরকারের বি এম এস পোর্টালের মাধ্যমে বাস্তবায়িত করা হয়। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে এখন পর্যন্ত ৭১৭ জন তপশিলী জাতিভুক্ত শিক্ষার্থী এই প্রকল্পের সুবিধা পেয়েছে। এরজন্য ব্যয় হয়েছে ৫ লক্ষ ৪৮ হাজার ৯০০ টাকা।*

প্রাক্তন মণ্ডল সভাপতির দোকানে কাস্টমস, বিএসএফ

খবরে প্রতিবাদ, ৫ ফেব্রুয়ারি।। বিজেপি দলীয় একাংশ নেতা বাবুদের কুকীর্তি তে নাক কাটা যাচ্ছে দলের। ৮ বছরের শাসন কালে শাসক দলের নামধারী বহু নেতার কেচ্ছা প্রকাশ পেয়েছে। কেও কেও আবার হাজতে ও আছেন। সাম্প্রতিক কালে বড়জলার মণ্ডল সভাপতি রাজীব সাহা কে জমি মাফিয়াগিরি করার অভিযোগ মূলে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ। এবার আরও এক মণ্ডল নেতার দোকানে হানা দিল বিএসএফ। উনি সুভাষ চন্দ্র দাস। রাজনৈতিক পরিচয়, উনি বক্সনগরের প্রাক্তন মণ্ডল সভাপতি। বৃহস্পতিবার বিএসএফ এর একটি টিম আচমকা উনার দোকানে হানা দেয়। পরে নেতা ও তার ছেলেকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিয়ে যাওয়া হয় কাস্টমস অফিসে! কি কারনে এই অভিযান তার বিস্তারিত এখনো জানা যায়নি। তবে একের পর এক শাসক দলীয় নেতাদের যেভাবে রেকর্ড ব্রেক হচ্ছে তাতে করে সত্যিই এরা এক একজন জিনিয়াস, এমনটাই গুঞ্জন সংশ্লিষ্ট মহলে। তবে দলের অন্দর মহলেই আলোচনা চলছে এধরনের দলীয় কর্মীদের কুকান্ডের ফলেই রাজ্যের মানুষ বিজেপির উপর থেকে ভরসা হাড়িয়ে ফেলতে বসেছে। তাই এধরনের কারিয় কর্তা দের দল থেকে দূরে না সরালে আগামী দিনে রাজ্যে বিজেপির টিকে থাকা দায় হয়ে উঠবে বলেই মনে করছেন একটা অংশ।

পশ্চিম জেলার ভোক্তা আদালতের সভাপতি অপসারণ ইস্যুতে ফের ত্রিপুরা বার অ্যাসো-র বৈঠক

খবরে প্রতিবাদ, ৫ ফেব্রুয়ারি।। পশ্চিম জেলার ভোক্তা আদালতের সভাপতি অপসারণ ইস্যুতে ফের ত্রিপুরা বার অ্যাসো-র বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠিত ওই বৈঠকে আইনজীবীরা সর্বসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন দাবিপূরণ না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন অব্যাহত থাকবে।প্রসঙ্গত, বিচারক গৌতম সরকার নিয়মিতভাবে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় আদালতে হাজির হন এবং এমনকি চেম্বারে বসেই মদ্যপান করেন, তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ। কর্মচারীদের অভিযোগ, নেশার ঘোরে তিনি অফিস স্টাফদের সঙ্গে কদাচিৎই অনুচিত আচরণ করেন। এই ঘটনা দীর্ঘদিন ধরে চলছিল এবং অবশেষে প্রকাশ্যে আসায় আদালতের কর্মী ও আইনজীবীরা ক্ষোভে ফেটে পড়েছিলেন। ফলে, বাধ্য হয়েই বার অ্যাসোসিয়েশন সর্বসম্মতভাবে আদালত বয়কটের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বার অ্যাসোসিয়েশনের তরফে মন্ত্রীর কাছে লিখিতভাবে সব অভিযোগ তুলে ধরে দ্রুত পদক্ষেপের দাবি জানানো হয়েছিল।আজ ফের পশ্চিম জেলার ভোক্তা আদালতের সভাপতি অপসারণ ইস্যুতে ত্রিপুরা বার অ্যাসো-র বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ওই বৈঠকে আইনজীবীরা সর্বসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন দাবিপূরণ না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন অব্যাহত থাকবে। এক আইনজীবী বলেন,পশ্চিম জেলা ভোক্তা আদালতের সভাপতির বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠার পর ত্রিপুরা বার অ্যাসোসিয়েশন অনির্দিষ্টকালের জন্য আদালতে মামলা লড়তে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। এমনকি সরকারকে তিন দিনের মধ্যে প্রতিক্রিয়া জানানোর সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এখনো পর্যন্ত তাঁর অপসারণ দাবি মানে নি সরকার। তাঁর কথায়, বর্তমানে মহিলা আইনজীবী সভাপতির রুমে যেতে চান না। তাই যতদিন না পর্যন্ত ভোক্তা আদালতের সভাপতিকে অপসারণ করা না হবে ততদিন আইনজীবীদের আন্দোলন ব্যাহত থাকবে।

জল ও রাস্তার দাবিতে অমরপুর—গন্ডাছড়া সড়ক অবরোধে স্থানীয় জনগণ

খবরে প্রতিবাদ, ৫ ফেব্রুয়ারি।। ডবল ইঞ্জিনের সরকারের ৮ বছর পুরন হয়ে গেলেও মানুষের দাবী দাওয়া আজো পুরন হয়নি। জীবন নির্বাহের উপাদান গুলি সঠিক উপায়ে জন সাধারনের কাছে পৌছাতে পর্যন্ত ব্যর্থ এই সরকার। এমনই অভিযোগ করছেন ভুক্তভোগীরা। প্রসঙ্গত, বাম গিয়ে রাম আমল এলেও জল ও রাস্তার সমস্যার সমাধান আজো হয়নি অমরপুর আর ডি ব্লকের অন্তর্গত পশ্চিম সম্ভাজয় পাড়া এলাকায়। এমনটাই অভিযোগ নিয়ে বৃহস্পতিবার স্থানীয়রা পথ অবরোধে বসেন। স্থানীয়দের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে পানীয় জলের সংকট ও বেহাল রাস্তার সমস্যা রয়েছে ঐ এলাকায়। প্রশাসনের কাছে জানানো হলেও কোনো কার্যকরি ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। আগের সরকারের আমলেও এই অবস্থা ছিল, এখনো তাই। সে কারনে বাধ্য হয়েই প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে এদিন সড়ক অবরোধের পথ বেছে নেন এলাকাবাসী। অবরোধের জেরে অমরপুর—গন্ডাছড়া সড়কে যান চলাচল সম্পূর্ণ স্তব্ধ হয়ে পড়ে এদিন। রাস্তার দু পাশে পণ্যবাহী ও যাত্রীবাহী একাধিক গাড়ি আটকে পড়ে চরম ভোগান্তির শিকার হন সাধারণ মানুষ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় অমরপুর বীরগঞ্জ থানার পুলিশ। পানীয় জল ও যোগাযোগ ব্যবস্থার মতো মৌলিক দাবিতে বারবার আন্দোলনে নামতে হওয়ায় প্রশাসনিক ব্যর্থতা নিয়েই প্রশ্ন তুলছেন এলাকাবাসী।

গকুলপুরে অবৈধ মদ ও গাঁজা উদ্ধার

খবরে প্রতিবাদ, ৫ ফেব্রুয়ারি।। *উদয়পুর মহকুমার গকুলপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় নেশার বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন নতুন গতি পেয়েছে। গকুলপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রিতা দেবনাথ ভৌমিকের নেতৃত্বে 'মহিষাসুর মর্দিনী' নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা গড়ে উঠেছে, যার মূল লক্ষ্য এলাকাকে নেশামুক্ত করা। এই উদ্যোগে মহিলাদের পাশাপাশি এলাকার বহু পুরুষও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছেন। সূত্রের খবর, গতকাল গভীর রাতে আরএফটিলা এলাকায় বাচ্চু সূত্রধরের বাড়িতে বিপুল পরিমাণ অবৈধ বিলাতি মদ ও গাঁজা মজুদ রয়েছেএমন গোপন খবর ছড়িয়ে পড়ে। খবর পাওয়া মাত্রই 'মহিষাসুর মর্দিনী' সংস্থার নেতৃত্বে এলাকার একাধিক মহিলা ঘটনাস্থলে পৌঁছান এবং নেশার কারবারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সামিল হন। ঘটনার খবর পেয়ে মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দেবাঞ্জলি রায়ের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায়। পুলিশ দীর্ঘক্ষণ তল্লাশি চালিয়ে বাচ্চু সূত্রধরের বাড়ি থেকে বিপুল পরিমাণ অবৈধ বিলাতি মদ ও গাঁজা উদ্ধার করে। অধিক রাত পর্যন্ত চলা এই অভিযানে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দেবাঞ্জলি রায় জানান, নেশার বিরুদ্ধে পুলিশ প্রশাসন কঠোর অবস্থানে রয়েছে এবং এধরনের অবৈধ কারবারের সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।*

পানীয় জল ও রাস্তা সংস্কারের দাবিতে অমরপুর-গন্ডাছড়া সড়ক অবরোধ, ঘটনাস্থলে পুলিশ

খবরে প্রতিবাদ, ৫ ফেব্রুয়ারি।। দীর্ঘদিন ধরে পানীয় জল ও রাস্তা সংস্কারের অভাবে চরম দুর্ভোগে দিন কাটাচ্ছেন অমরপুর-গন্ডাছড়া সড়কের পশ্চিম সম্ভাজয় পাড়া এলাকার বাসিন্দারা। অবশেষে সমস্যার স্থায়ী সমাধানের দাবিতে আজ সড়ক অবরোধে নামে ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী। জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে পানীয় জল ও বেহাল রাস্তার সমস্যায় ভুগছেন এলাকার বাসিন্দারা। বারবার প্রশাসনের কাছে দাবি জানানো হলেও কোনও স্থায়ী সমাধান না হওয়ায় ক্ষোভে ফেটে পড়ে সাধারণ মানুষ এবং সড়ক অবরোধে বসেন তারা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় অমরপুর বীরগঞ্জ থানার পুলিশ। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে এবং অবরোধকারীদের সঙ্গে আলোচনা করেছে। পুলিশ আশ্বাস দিয়েছে অতিসত্বর সমস্যা সমাধানে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সাথে আলোচনা করা হবে। ওই আশ্বাসের ভিত্তিতে পথ অবরোধ প্রত্যাহার করে এলাকাবাসী।

১৫০০ কোটি টাকায় খেল খতম, পঙ্গু হয়ে যেতে পারে নতুন প্রজন্মের গোটা ভবিষ্যৎ

খবরে প্রতিবাদ, ৫ ফেব্রুয়ারি।। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা এবং নতুন প্রজন্ম কে শিক্ষা গত দিক থেকে পঙ্গু করে দিতে কি ভয়াবহ পরিকল্পনা চলছে, সেটা ঘুনাক্ষরেও টের পাচ্ছেন না এই মুহূর্তে দেশের মানুষ। একটা বাজেট, যাতে যুবা দের জন্যে বিশেষ কোনো সুযোগ এর উল্লেখ নেই। কিন্তু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এ কিছু ল্যাব তৈরির জন্যে দের হাজার কোটি টাকা বরাদ্দের কথা উল্লেখ আছে। আর এটাই সেই তুরুপের তাস, যা দিয়ে আগামী ভবিষ্যৎ প্রজন্ম কে পঙ্গু করে দেবার একটা গভীর চক্রান্ত চলছে। কিভাবে ? শুনুন। নেলসন মেন্ডেলার একটি প্রসিদ্ধ উক্তি আছে। একটি রাষ্ট্র কে ধ্বংস করতে কোনো মিসাইল এর প্রয়োজন নেই। সে রাষ্ট্রের শিক্ষার অবস্থান কে ধ্বংস করে দিন, ১০-২০ বছরে সেই রাষ্ট্র এমনিতেই ধ্বংস হয়ে যাবে। আজ সেই উক্তি ভারত বর্ষের ক্ষেত্রে যেন অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলে মনে হচ্ছে। বাজেটে ১৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে কন্টেন্ট ক্রিয়েটর দের জন্যে। এই ১৫০০ কোটি টাকা দিয়ে দেশে আগামী এক বছরে ১৫০০ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ও ৫০০ টি বিভিন্ন কলেজে ল্যাব নির্মিত হবে। আর সেই ল্যাবে ছেলে মেয়েদের শেখানো হবে কিভাবে গ্রাফিক্স, গেমিং, এআই ইত্যাদি নিয়ে কাজ করা যায়। এবার প্রশ্ন উঠতেই পারে, যে ডিজিটাল যুগে এত এক ধরনের অতি উত্তম পদক্ষেপ। তাহলে ভুল কোথায় ? চক্রান্ত কোথায় ? তাহলে শুনুন — মাধ্যমিক বিদ্যালয় অর্থাৎ ক্লাস ১০ অব্দি যে ছেলে মেয়েরা পড়াশুনা করছে তাদের শিক্ষা সূচি তে অন্তর্ভুক্ত করা হবে এই বিষয়। ১৬ বছর বয়স হবার আগেই ছেলে মেয়েদের মস্তিস্কে ঢুকে পরবে গেমিং, এআই , গ্রাফিক্স ডিজাইন এর মত বিষয়। যা এই বয়সে যে কোনো শিশুর মস্তিস্কে এক অন্য মাত্রার উন্মাদনা সৃষ্টি করবে। আর তার প্রমান ইতিমধ্যেই মিলেছে। ইউপি (উত্তর প্রদেশে) তে অনলাইন গেমিং খেলায় বারণ করাতে মা বাবার সাথে অভিমান করে ১০ তলা বিল্ডিং থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মঘাতী হয়েছে ১২,১৪ এবং ১৬ বছর বয়সী তিন বোন। এই ঘটনা চোখে আগুন দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে এই বয়স কালে অনলাইন প্ল্যাটফর্ম যেমন গেমিং কতটা ক্ষতি কর প্রভাব বিস্তার করতে পারে। অন্যদিকে ৫০০ টি কলেজে ও এই ল্যাব নির্মাণ হবে। উচ্চ শিক্ষা স্তরে যেকোনো ছাত্র / ছাত্রী তার ভবিষ্যৎ এর দিশা নির্ধারণ করে। সেক্ষেত্রে প্রতিটি মা বাবাই চান তার ছেলে বা মেয়ে একজন ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, সায়েন্টিস্ট কিংবা, শিক্ষক, আইপিএস, আইএএস এর মত চাকরি করে। কিন্তু ঠিক এই বয়সে তাদের মাথায় এআই, গেমিং, গ্রাফিক্স এর মত বিষয় গুলি ঢুকিয়ে দিয়ে তাদের দিশা অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেবার একটা সুপরিকল্পিত চক্রান্ত এই বাজেট। আজকাল দিকে দিকে তাকালেই বেকারত্ব বাড়ছে। একাংশ মোবাইল হাতে নিয়ে কন্টেন্ট ক্রিয়েটর এর কাজ করছে। যা এক প্রকার নেশায় পরিণত হয়েছে। মোবাইল এর প্রতি আশক্তি ও কন্টেন্ট ক্রিয়েট করার নেশা দুটোই মারাত্মক আকার নিয়েছে। আর বর্তমান সরকার সেই টাকেই ঢাল করে কাজে লাগাচ্ছে। শিক্ষা গত যোগ্যতা কম হলে, সরকারি চাকুরির জন্যে একদিকে প্রতিযোগিতা কমবে। আউটসোর্সিং বাড়ানো হবে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার মত সাহস কিংবা যোগ্য লোক থাকবে না। শিক্ষাগত দিক থেকে একটা গোটা প্রজন্ম কে দুর্বল এবং পঙ্গু করে দিয়ে অনির্দিষ্ট কালের জন্যে রাজত্ব চালাবে একাংশ স্বার্থান্বেষী। আর এটাই হচ্ছে ২০২৬-২৭ বাজেট এ নিহিত এই ১৫০০ কোটি টাকার খরচের হিসেব। এবার আপনারাই ভাবুন, আপনার ছেলে মেয়েদের ভবিষ্যৎ গঠনে আদৌ দেশের এই বর্তমান সরকার কতটা সঠিক।

সত্ত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক - শ্রী অভিজিৎ দেবনাথ, মুদ্রণ প্রেস রামনগর রোড নং-৪, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা থেকে মুদ্রিত এবং পূর্ব যোগেন্দ্রনগর, দত্তপাড়া, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম থেকে প্রকাশিত।
Printed by Sri. Abhijit Debnath, Owner and Publisher Sri. Abhijit Debnath, **Printed at :** Mudran Press Ramnagar Road No-4, Agartala, Tripura (West), Pin-799002,
Published at : East Jogendranagar, Agartala, Tripura (West), **Editor :** Sri Abhijit Debnath, Mob : 6009513751